Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

বাংলাদেশ বেতার

Falgun 12, 1430 Bangla, February 25, 2024, Sunday, No. 56, 54th year

H I G H L I G H T S

PM Sheikh Hasina says, an independent judiciary, strong parliament & administration can take a country towards development. (VOA: 09)

AL GS Obaidul Quader claims, BNP is sponsoring and supporting the hoarders and syndicates to create an anarchic situation regarding commodity prices. (R. Today: 14)

BNP SJSG Ruhul Kabir Rizvi comments that Prime Minister is "lying" to mislead people about the commodity price hike. Govt. has failed completely to control the prices of goods, is now blaming on BNP. (Jago FM: 21)

US Deputy Assistant Minister Afrin Akhtar has held a meeting with BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir. It is Mirza Fakhrul's first meeting with foreigners after being released from jail. (VOA: 10)

JaPa chairman GM Quader himself has termed JaPa as a domestic party. Adds, govt. is conspiring to achieve nefarious purposes by infusing its own agents into JaPa by weakening party. (R. Today: 15)

Nobel Peace Prize Laureate Muhammad Yunus says, whatever the situation may be, he will stay in the country. Adds, people of Bangladesh are not able to talk about democracy freely. (DW: 12)

Health experts warn that there is a danger of increasing the number of coronavirus infections in the next few months as cold-fever-like symptoms are increasing in the country. (BBC: 03)

Despite various initiatives of govt. including reducing import duty, market supervision, price of dates is not decreasing. Compared to last year, price of dates in the market has increased by 40 to 60 percent. (Jago FM: 20)

The death of domestic worker Preeti Urang in Dhaka has once again brought to forefront the issue of domestic worker abuse & non-trial in BD. Authorities say, many cases of torture are covered up. Even in cases like murder, the accused escaped punishment through compromise. (DW: 13)

IDRA's latest report says many insurance claims are not settled in the country. Customers are not getting the money. Claim settlement rate in life insurance is 67 % and in general insurance it is 35 %. (BBC: 06)

The US and EU have announced additional sanctions against Russia. It targets individuals linked to opposition leader Navalny's death, as well as Russia's financial sector, defense industry and others. (NHK: 12)

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ১২, বাংলা ১৪৩০, ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২৪, রবিবার, নং- ৫৬, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, স্বাধীন বিচার বিভাগ, শক্তিশালী সংসদ ও প্রশাসন একটি দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে; উন্নয়নকে উৎসাহিত করে। (ভোয়া : ০৯)

দ্রব্যমূল্য নিয়ে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে বিএনপি মজুতদার-সিন্ডিকেটদের পৃষ্ঠপোষকতা ও মদদ দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। (রে. টুডে: ১৪)

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে প্রধানমন্ত্রী `মিথ্যাচার, করছেন বলে মন্তব্য করেছেন রুহুল কবির রিজভী। সম্পূর্ণভাবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সরকার এখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির দায়ও চাপাচ্ছে বিএনপির ওপরে। (জাগো এফএম: ২১)

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকা সফররত যুক্তরাষ্ট্রের উপসহকারী মন্ত্রী আফরিন আখতার। কারাগার থেকে মুক্তির পর, বিদেশিদের সঙ্গে এটাই বিএনপি মহাসচিবের প্রথম বৈঠক। (ভোয়া : ১০)

জাতীয় পার্টিকে গৃহপালিত দল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন খোদ পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। তিনি বলেন সরকার জাতীয় পার্টির মধ্যে নিজেদের এজেন্ট ঢুকিয়ে দলকে দুর্বল করে ঘৃন্য উদ্দেশ্য হাসিলের ষড়যন্ত্র করছেন। (রে. টুডে: ১৫)

পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন নিজের দেশেই থাকবেন বলে জানিয়েছেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। তবে দেশের মুখ খুলে মানুষ গণতন্ত্রের কথা বলতে পারছে না বলে মনে করেন তিনি। (ডয়চে ভেলে : ১২)

বাংলাদেশে গত কিছুদিনে মানুষের মধ্যে হাঁচি, কাশি, সর্দি-জ্বরের মত উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি করোনাভাইরাসে সংক্রমণের হারও বেড়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে সামনের কয়েক মাসে করোনাভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে সতর্ক করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। (বিবিসি : ০৩)

আমদানি শুল্ক কমানো, বাজার তদারকিসহ সরকারের নানান উদ্যোগের পরও কমছে না খেজুরের দাম। গত বছরের তুলনায় বর্তমানে দেশের বাজারে খেজুরের দাম মানভেদে বেড়েছে ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ। (জাগো এফএম: ২০)

ঢাকায় গৃহকর্মী প্রীতি উরাংয়ের মৃত্যু আবারো সামনে নিয়ে এসেছে বাংলাদেশে অব্যাহতভাবে গৃহকর্মী নির্যাতন ও এর বিচার না হওয়ার বিষয়টি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অনেক নির্যাতনের ঘটনাই ধামাচাপা দেয়া হয়। এমনকি হত্যাকাণ্ডের মত ঘটনায়ও আপসের মাধ্যমে শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যান অভিযুক্তরা। (ডয়চে ভেলে : ১৩)

বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ প্রতিবেদন বলছে, বিমা কোম্পানিগুলোতে এখনও অনেক বিমা দাবি মেয়াদ শেষে নিস্পত্তি হচ্ছে না, অর্থাৎ গ্রাহক টাকা বুঝে পাচ্ছেন না। জীবন বিমার ক্ষেত্রে দাবি নিস্পত্তির হার ৬৭ শতাংশ। আর সাধারণ বিমার ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ। (বিবিসি : ০৬)

রাশিয়ার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। এতে বিরোধী নেতা নাভালনির মৃত্যুর সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের পাশাপাশি রাশিয়ার আর্থিক খাত, প্রতিরক্ষা শিল্প এবং অন্যান্যদের লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়েছে। (এনএইচকে: ১২)

বিবিসি

সর্দি কাশি জ্বর ছড়িয়েছে চারিদিকে, একই সাথে বাড়ছে কোভিড সংক্রমণ

বাংলাদেশে গত কিছুদিনে মানুষের মধ্যে হাঁচি, কাশি, সর্দি-জ্বরের মত উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি করোনাভাইরাসে সংক্রমণের হারও বেড়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে সামনের কয়েক মাসে করোনাভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে সতর্ক করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। এ বছরের শুরু থেকে দুই মাসের কম সময়ে এরই মধ্যে কোভিড সংক্রমিত হয়ে ১১ জন মারা গেছে বলে জানা যাচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী। গত বছরের সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখ কোভিড আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হওয়ার পর থেকে এ বছরের জানুয়ারির ১১ তারিখ পর্যন্ত চার মাসে কোভিড আক্রান্ত হয়ে কারো মৃত্যু হয়নি। কিন্তু সেসময় থেকে গত ৬ সপ্তাহের মধ্যে করোনাভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। এর মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসে মারা গেছে ৬ জন আর জানুয়ারি মাসে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। গত বছরের ডিসেম্বরে যেখানে পুরো মাসে কোভিড সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে ২১০ জনের, সেখানে ফেব্রুয়ারির ১৭ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত এ সপ্তাহে শনাক্তের সংখ্যা ছিল ৩৫৭ জন।

কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধির পেছনে কারণ হিসেবে মানুষের মধ্যে টেস্ট না করার প্রবণতা, ভ্যাকসিন না নেয়া ও নতুন ভ্যারিয়ারন্টের প্রভাবকে চিহ্নিত করছেন। করোনাভাইরাসের নতুন সাব ভ্যারিয়ান্ট জেএন ডট ওয়ান বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছে বলে এ বছরের শুরুতেই সতর্ক করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বাংলাদেশেও রোগীদের মধ্যে এই নতুন সাব ভ্যারিয়ান্টের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে বলে কিছুদিন আগে এক সংবাদ সম্মেলনে জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্য শরফুদ্দিন আহমেদ। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে কোভিড আক্রান্ত ৪৮ জন রোগীর জিনোম সিকোয়েন্স বিশ্লেষণ করে করা এক গবেষণা চালায় বিএসএমএমইউ। সেখানে উঠে আসে যে ৪৮ জনের মধ্যে ৩ জন নতুন ভ্যারিয়ান্ট জেএন ডট ওয়ানে আক্রান্ত। জেএন ডট ওয়ান আক্রান্ত রোগীদের প্রত্যেকেই দুই ডোজ টিকা দেয়া ছিল বলে সংবাদ সম্মেলনে জানান উপাচার্য শরফুদ্দিন আহমেদ। "এমন রোগীও দেখা গেছে যিনি তৃতীয়বার আক্রান্ত হয়েছেন – অর্থাৎ এর আগে দুইবার কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন এবং তৃতীয়বার যখন আক্রান্ত হয়েছেন, তখন জেএন ডট ওয়ান সাব ভ্যারিয়ান্ট সংক্রমণ হয়েছে তার।" কোভিডের অন্য সব সাব ভ্যারিয়ান্টের তুলনায় জেএন ডট ওয়ান সাব ভ্যারিয়ান্টটির উপসর্গ তুলনামূলক দুর্বল। বিএসএমএমইউ উপাচার্যও সে বিষয়টির ওপর জোর দেন। "জেএন ডট ওয়ান সাব ভ্যারিয়ান্টে আক্রান্ত রোগীর রোগের লক্ষণের তীব্রতা কম। এছাড়া এই সাব ভ্যারিয়ান্টে আক্রান্তদের হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যাও কম হয়", বলেন শরফুদ্দিন আহমেদ।

কোভিডের নতুন সাব ভ্যারিয়ান্টের সংক্রমণ বৃদ্ধিতে লাগাম টানতে হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিক সহ সব ধরনের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে সরকারি নির্দেশনা মানার বিষয়ে জোর দিতে হবে এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে বলে বলছিলেন আইইডিসিআরের সাবেক উপদেষ্টা মোশতাক হোসেন। তিনি বলছিলেন, "অসুস্থ হলে মানুষ স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই আগে যায়। কাজেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো থেকে কোভিড ছড়ানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। এসব জায়গায় দরজায় মাস্ক সরবরাহ করা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।" এছাড়া যাদের দুই ডোজ টিকা দেয়া আছে তাদের পরবর্তী ডোজ টিকা নিতে উৎসাহিত করা, যারা দুই ডোজ টিকা দেয়নি তাদের শনাক্ত করে তাদের টিকা দেয়ার বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া, বয়স্কদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকা দেয়ার মত কার্যক্রম নেয়ার বিষয়ে তাগিদ দেন মি. হোসেন।

গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে এ বছরে জুন-জুলাই পর্যন্ত কোভিড সংক্রমণের হার আরো বাড়তে পারে। "এর আগের কয়েক বছরে আমরা দেখেছি যে ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকে শুরু করে জুন-জুলাই পর্যন্ত কোভিড কিছুটা বাড়ে। কাজেই শীতকালে যখন বেড়েছে, এটা আরো বাড়ার আশঙ্কা আছে।" বাংলাদেশে এই মৌসুমে মানুষের মধ্যে সাধারণত ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়। কোভিডের পাশাপাশি আসন্ন বসন্তে এবং গ্রীষ্মে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রভাবও বাড়তে পারে বলে মনে করেন মি. হোসেন।

তবে মি. হোসেন মনে করেন কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও সেই অনুপাতে মানুষ কোভিড টেস্ট করাচ্ছে না। আর টেস্ট না করানোর ফলে প্রয়োজনীয় সতর্কতাও মানছেন না অনেকে, যার ফলশ্রুতিতে কোভিড সংক্রমণ আরো বাড়ছে। "মানুষের মধ্যে টেস্ট করার হার আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। কোভিড সংক্রমণের হার এখন যেহেতু বাড়ছে, কারো জ্বর হলেই সাথে সাথে কোভিড টেস্ট করা উচিৎ।" বিশেষ করে যেসব ব্যক্তি ঝুঁকিপূর্ণ বয়সে আছেন বা যাদের ডায়বেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপের মত শারীরিক সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে কোভিড সংক্রমণের বিষয়ে সতর্ক হওয়া বেশি জরুরি বলে মন্তব্য করেন মি. হোসেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৪.০২.২০২৪ রিহাব)

বাংলার দুর্ভিক্ষের শেষ জীবিতদের খুঁজে পাওয়ার গল্প

১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষে পূর্ব ভারতে ৩০ লাখেরও বেশি মানুষ মারা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পাশাপাশি এটাকে দেখা হয় মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বেসামরিক মানুষ মারা যাবার ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে। এ নিয়ে কোন স্মৃতিস্তম্ভ নেই, যাদুঘর নেই এমনকি বিশ্বের কোথাও এই মারা যাওয়া মানুষগুলো স্মরণে একটা ফলকও করা

হয়নি। তবে এখনো সেই ঘটনার স্বাক্ষী কেউ কেউ বেঁচে আছে এবং খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই একজন তাদের গল্পগুলো সংগ্রহের কাজে নেমে পড়েছেন। "অনেক মানুষই তাদের ছেলে ও মেয়েদের বিক্রি করে দেয় শুধু সামান্য কয়টা চালের জন্য। অনেকের স্ত্রী, তরুণীরা পালিয়ে যান এমন অনেক মানুষের সাথে যাদের তারা চিনতো অথবা চিনতো না।„ বিজয়কৃষ্ণ ত্রিপাঠি বর্ণনা করছিলেন বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ কতোটা মরিয়া হয়ে গিয়েছিল খাবারের খোঁজে। তিনি তার নিজের বয়স বলতে পারেন না, তবে তার ভোটার কার্ড বলছে তার বয়স ১১২ বছর। সেই ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ যারা মনে করেছেন তাদের সর্বশেষ প্রতিনিধির একজন বিজয়কৃষ্ণ। তিনি খুব আস্তে আস্তে বাংলার জেলা মেদিনীপুরে তার বেড়ে ওঠার গল্প বলছিলেন। ভাত ছিল প্রধান খাবার, আর ১৯৪২ সালের গ্রীষ্ম থেকে চালের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। এরপর সে বছর অক্টোবরে ঘূর্ণিঝড় আসলো, যেটা তাদের বাড়ির ছাদ উড়িয়ে দিয়েছিল এবং সে বছরের ফসলও নষ্ট করে দেয়। খুব শীঘ্রই তাদের পরিবারের জন্য চাল কেনা সামর্থ্যের বাইরে চলে যায়। "ক্ষুধা আমাদের তাড়া করতে থাকে। দুর্ভিক্ষ আর মহামারী। সব বয়সের মানুষ মারা যেতে থাকে।„ বিজয়কৃষ্ণ কিছু ত্রাণসামগ্রীর কথা মনে করতে পারেন, কিন্তু জানান সেগুলো ছিল খুবই অপ্রতুল। "সবাই অর্ধেক খালি পেট নিয়ে বেঁচে ছিল„ তিনি বলেন, "যেহেতু খাবার জন্য কিছু ছিল না, গ্রামে অনেক মানুষ মারা যায়। অনেকে খাবারের খোঁজে লুটতরাজ শুরু করে।„ আমরা তার বাড়ির বারান্দায় বসে তার পরিবারের চার প্রজন্মের সাথে তার কথা শুনছিলাম। সেসময় সেখানে শৈলেন সরকারও ছিলেন, যিনি গত কয়েক বছর ধরে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে সেই ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ সামনে থেকে দেখা ও বেঁচে যাওয়াদের স্মৃতি সংগ্রহ করছেন।

৭২ বছর বয়সী এই লোকটি ভীষণ শান্ত স্বভাবের, চুল এখনও তরুণদের মতো এবং সহজেই হাসেন। আর এসব কারণেই বিজয়কৃষ্ণর মতো মানুষ খুব সহজেই তার কাছে মন খুলে কথা বলে। তিনি একটা স্যান্ডেল পায়ে যেমন আবহাওয়াই থাকুক, কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে কিছু সিগারেট সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনি একটু পুরনো ধাঁচের, এখনো কাগজ-কলমেই সব লিখে রাখেন। শৈলেন দুর্ভিক্ষের কয়েক বছর পরেই জন্মগ্রহণ এবং তার ভাষায় তিনি প্রথম এই বিষয়টির মধ্যে ঢুকে যান তার পরিবারের একটা ছবির অ্যালবামের কারণে। কলকাতার এক পিচ্চি ছেলে এই অ্যালবামটি উল্টে পাল্টে দেখতো এবং ছবির কৃশকায় সব লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতো। ছবিগুলো তার বাবার তোলা, যিনি সেই সময় এক ভারতীয় দাতব্য সংস্থার সাথে যুক্ত থেকে দুর্ভিক্ষে ত্রাণ সহায়তা দিয়ে বেড়িয়েছিলেন। শৈলেন জানান তারা বাবা ছিল দরিদ্র ঘরের।

তিনি বলেন, "আমার ছোটবেলাতেই আমি না খেয়ে থাকার কষ্টের সাথে পরিচিত হই।„ তবে তিনি তার এই নতুন লড়াই শুরু করেন ২০১৩ সালে শিক্ষকতার চাকরি থেকে অসবর নেবার পরে। মেদিনীপুরে হাঁটতে হাঁটতে তিনি এক ৮৬ বছরের বৃদ্ধের সাথে এই দুর্ভিক্ষের আলাপাচারিতায় জড়ান। বিজয়কৃষ্ণের মতো শ্রীপতিচরণ সামন্তেরও সেই ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ের কথা মনে আছে। সেই সময় জীবন ধারণ এমনিতেই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং চালের দাম ধীরে ধীরে বাড়ছিল। ১৯৪২ সালে অক্টোবর নাগাদ তিনি দিনে একবেলা করে সামান্য ভাত খাচ্ছিলেন। এরপর আসে সেই ঘূর্ণিঝড়।

শ্রীপতিচরণ এখনো মনে করতে পারেন কিভাবে সেই ঘূর্ণিঝড়ের পর চালের দাম আকাশ ছুঁয়েছিল, এবং কীভাবে ব্যবসায়ীরা যে কোন দামে সেই অবশিষ্ট চাল কিনে নেন। "খুব শিগগিরই আমাদের গ্রামে আর কোন চাল থাকলো না,„ শৈলেনের কাছে বলছিলেন তিনি। "মানুষ কিছুদিন তাদের জমা করা খাবার খেল, আর এরপর তাদের জমি বেচতে শুরু করলো শুধুমাত্র কয়টা ভাতের জন্য।„ ঘূর্ণিঝড়ের পর তাদের পরিবারের জমা থাকা চালে মাত্র কয়েকদিন চলে, এরপর আরও লাখ লাখ মানুষের মতো তাদেরটাও শেষ হয়ে যায়। শ্রীপতিচরণ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসেন – তিনি কলকাতায় চলে আসেন ত্রাণের আশায়। তিনি খুবই ভাগ্যবান ছিলেন যে তার পরিবারের একজন সেখানে ছিল যার সঙ্গে তিনি থাকেন এবং বেঁচে যান। কিন্তু বেশিরভাগেরই সেই কপাল হয়নি, রাস্তায়, ডাস্টবিনের পাশে, ফুটপাতে তারা মরে পড়ে থাকেন অচেনা এক শহরে যেখানে তারা ভেবেছিল সাহায্য জুটবে। দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল অনেক এবং জটিল, আর সেসব নিয়ে এখনো বিতর্ক চলে।

১৯৪২ সালে বাংলায় চালের সরবরাহ সঙ্কটে পড়ে যায়। বাংলার সীমান্তে থাকা বার্মায় সে বছরের শুরুতে জাপানিরা হানা দেয় এবং হঠাৎ করেই সে দেশ থেকে চালের রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। বাংলা তখন যুদ্ধের ফ্রন্টলাইনের খুব কাছাকাছি এবং কলকাতায় তখনো হাজারো মিত্রশক্তির সৈনিক এবং শ্রমিক উপস্থিত, যারা যুদ্ধকালীন বিভিন্ন শিল্পে যুক্ত, ফলে চালের চাহিদা তখন থেকেই বাড়ছিল। যুদ্ধের সময় মূল্যস্ফীতিও বাড়তে থাকে, ফলে আগে থেকেই বিপাকে থাকা মিলিয়ন মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায় চালের দাম। অন্যদিকে ব্রিটিশরা ভয় পাচ্ছিল যে জাপানিরা পূর্ব ইন্ডিয়ার ভেতরেও ঢুকে পড়তে পারে এবং সেজন্য তারা সেসময় "বাতিল„ নীতি গ্রহণ করে – যার মানে অতিরিক্ত চাল ও নৌকা যেগুলো বিভিন্ন গ্রাম বা শহর থেকে বাংলায় ঢুকছিল সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে। তাদের লক্ষ্য ছিল সামনে আসা যে কোন শক্তিকে খাবার ও পরিবহণ থেকে বঞ্চিত করা, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আগে থেকেই ভঙ্গুর অর্থনীতি আরও ভেঙে পড়ে ও চালের দাম আরও বেড়ে যায়। চাল গুদামজাত করা হত খাদ্য নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে, কিন্তু সেটা আসলে

বেশিরভাগ সময় লাভের আশায় করা হত। আর এসব কিছুর সাথে যোগ হয় ১৯৪২ সালের ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় যা অনেক ফসল নষ্ট করে এবং ফসলের রোগ ছড়ায়। এই মানবিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী কে এ নিয়ে দীর্ঘদিন করে উত্তপ্ত আলোচনা ও বিতর্ক আছে, বিশেষ করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল সেসময় একটা যুদ্ধের মাঝখানে এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা জানার পর ভারতীয়দের জন্য যথেষ্ট করেছিলন কি, সে প্রশ্ন আছে। ১৯৪৩ সালের শেষ দিকে নতুন ভাইসরয় ফিল্ড মার্শাল লর্ড ওয়াভেল আসার পর ত্রাণকাজ শুরু হয়, কিন্তু ততদিনে অনেকেই মারা যায়। দুর্ভিক্ষের কারণ ও এর জন্য কে দায়ী এসব আলোচনায় অনেক সময় চাপা পড়ে যায় এতে যারা বেঁচে গিয়েছে তাদের কথা।

শৈলেন এখন পর্যন্ত ৬০ জনের বেশি প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন। এদের বেশিরভাগের ব্যাপারেই তিনি বলেন, তারা অশিক্ষিত এবং দুর্ভিক্ষ নিয়ে তিনিও খুব একটা কথা বলেননি বা তাদের কেউ জিজ্ঞেসও করেনি, এমনকি তাদের পরিবারের লোকজনও না। তাদের বর্ণনা সংগ্রহ করার জন্য কোন আর্কাইভেরও ব্যবস্থা নেই। শৈলেনের বিশ্বাস তাদের গল্পগুলো কখনো উঠে আসেনি কারণ তারা সমাজের সবচেয়ে গরীব এবং হুমকির মধ্যে থাকা মানুষ। "এটা যেন তারা সবাই অপেক্ষায় ছিলেন, যদি কেউ এসে তাদের কথা শুনতে চায়,„ বলেন তিনি। নিরাতন বেওয়ার সাথে যখন শৈলেনের দেখা হয় তখন তার বয়স ১০০ বছর। তিনি সেসময় য বাচ্চাদের দেখাশুনা করতে গিয়ে মায়েদের অসহনীয় যন্ত্রণার বর্ণনা দেন। "মায়েদের কোন বুকের দুধ ছিল না। তাদের শরীরে তখন শুধু হাড্ডি, কোন মাংস নেই,„ বলেন তিনি। "অনেকেই জন্মের সময় মারা যায়, তাদের মা-ও মারা যায়। এমনকি যারা স্বাস্থ্যবান জন্মেছিল তারা বড় হতে হতে ক্ষুধায় মারা যায়। অনেক নারী সেসময় আত্মহত্যা করেন।„ তিনি শৈলেনকে আরও বলেন, সেসময় অনেকের স্ত্রী স্বামী খাবার দিতে পারছিল না বলে অন্য লোকের হাত ধরে পালিয়ে যায়। "সেসময় মানুষের এসব নিয়ে এত ভয় ছিল না, আপনার পেটে যখন ভাত নেই এবং খাবার দেবার কেউ নেই, তখন আসলে এসব নিয়ে কে ভাবতে যায়,„ বলেন তিনি। শৈলেন সেসব মানুষের সাথেও কথা বলেছেন যারা দুর্ভিক্ষের সময় লাভবান হয়েছে। তার কাছে একজন স্বীকারও করেছে যে তিনি অনেক জমি কিনেছিলেন "সামান্য কিছু টাকা অথবা ভাত-ডালের বিনিময়ে।„ তিনি শৈলেনকে আরও জানান, একজন কোন উত্তরাধিকার না রেখে মারা গেলে তিনি তার সম্পত্তিও নিজের করে নেন। একজন বেঙ্গলি-আমেরিকান লেখক কুশানাভা চৌধুরী একবার শৈলেনের সঙ্গী হয়ে এসব মানুষের সাথে দেখা করতে যান। "আমাদের তাদের খুঁজতে হয়নি – তারা লুকিয়ে ছিল না, একেবারে চোখের সামনে, বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে, তারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর্কাইভ হয়ে বসেছিল,„ বলেন তিনি। "কারো তাদের সাথে কথা বলার দরকার মনে হয় নি। আমি নিজেই এটা ভেবে ভীষণ লজ্জিত।„ ভারতের কিছু বিখ্যাত চলচ্চিত্র, ছবি ও স্কেচে এই দুর্ভিক্ষকে মনে রাখা হয়েছে। কিন্তু কুশানাভা বলেন, সেখানকার ভিক্টিম যারা তাদের মুখে এই দুর্ভিক্ষ সেভাবে উঠে আসেনি: "এই গল্পগুলো লিখেছে তারা যাদের উপর এর কোন প্রভাব ছিল না। এটা খুবই মজার ঘটনা যে গল্পটা কারা বলছে আর বাস্তবতার মধ্যে কারা আছে।„

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রুতি কাপিলা বলেন এই ভিক্টিমরা হয়তো আড়ালে পড়ে গেছেন কারণ ১৯৪০ এর সময়টাকে ভারতের জন্য বলা হয় "মৃত্যুর দশক„। ১৯৪৬ সালে কলকাতা জুড়ে প্রবল দাঙ্গায় হাজারো মানুষ মারা যায়। বছরখানেক পর ব্রিটিশরা দেশকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত আর মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তান এই দুই ভাগে ভাগ করে চলে যায়। স্বাধীনতার আনন্দ ছিল, কিন্তু এই দেশভাগ ছিল রক্তাক্ত এবং সহিংস – প্রায় দশ লাখের বেশি মানুষ ধর্মীয় দাঙ্গায় প্রাণ হারায়। এক কোটি বিশ লাখের উপর মানুষ সীমান্ত পাড়ি দেয়। বাংলাও ভাগ হয়ে ভারত এবং পূর্ব পাকিস্তান হয়, যেটা পরবর্তীতে বাংলাদেশ রুপ লাভ করে। সেই সময়ের বর্ণনা দেন অধ্যাপক কাপিলা, "সেই সময় টানা মৃত্যুর ঘটনাগুলোর মধ্য খুব সামান্যই বিরতি ছিল। আর সে কারণেই আমি মনে করি বাংলার দুর্ভিক্ষ সেভাবে উঠে আসে নি।„ তিনি যোগ করেন, এই ভারতীয় সাম্রাজ্যে টিকে থাকতে দুর্ভিক্ষ আর ক্ষুধার মুখোমুখি হয়েছে বহু ভারতীয়। এমনকি যারা নিজেরা দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়েনি বা ক্ষুধার মুখোমুখি হয় নি, তারাও যেটা দেখে সেটা কখনো ভোলে না।

দুর্ভিক্ষের সময় অমর্ত্য সেনের বয়স ছিল নয় এবং তাকে তার দাদার সাথে কলকাতা থেকে ১০০ মাইল উত্তরে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হয় জাপানিজ বোমার ভয়ে। তিনি মনে করতে পারেন ১৯৪৩ সালের এপ্রিলে একদিন স্কুলে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সবাই পড়া থামিয়ে দিয়ে দেখে একজন মানুষ হেঁটে স্কুলের মাঠে প্রবেশ করেছে। "তিনি একেবারে হাড্ডিসার...কয়েক সপ্তাহ ধরে না খাওয়া, এবং তিনি খাবার খুঁজতে খুঁজতে আমাদের স্কুলে চলে এসেছেন। মানসিকভাবেও তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না।„ অমর্ত্য তার নাম জানতে পারেননি তবে বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষটি মাসখানেক হল প্রায় না খেয়ে আছে। শিক্ষকরা দ্রুত সেখানে এসে লোকটিকে খেতে দেয়। "আমি এর আগে কাউকে সেভাবে না খেয়ে থাকতে দেখিনি, আমার তখন শঙ্কা হতে থাকে যে লোকটি হয়তো সেখানে হঠাৎ মারা যাবে।„ তবে এটা শুধুমাত্র একটা ঘটনা ছিল না। দাদাবাড়ির কাছে রাস্তায় অমর্ত্য দেখতে পান ক্ষুধার্ত মানুষ সব কলকাতার দিকে চলেছে। আর সেই দৃশ্য তাকে রাতে তাড়া করে ফিরতো। "তাদের ভুলে যাওয়া খুব কঠিন ছিল,„

স্মৃতি মনে করেন তিনি। "সেই ঘটনা এতটাই জঘন্য, হীন এবং মানসিকভাবে অস্বস্তির ছিল যে তাদের কী হবে সেটা ভুলে রাতে ঘুমানোটা ছিল অসম্ভব।„ অমর্ত্য এই কষ্ট লাঘবে কিছু করতে চেয়েছিলেন। তিনি তার দাদিকে জিজ্ঞেস করেন তারা একটু চাল দিতে পারে কি না? তখন তিনি তার সিগারেটের টিন বের করে বলেন, সে এটার অর্ধেক ভরে দিতে পারে। অমর্ত্য সেটাই করেছিলেন। "মাঝেমধ্যে আমি অর্ধেক টিন ভরার নিয়মটা ভেঙে তার চেয়ে বেশি দিতাম।„ ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ভারতীয় সরকার জরুরী অবস্থা চালু করে সেসময় "দুর্ভিক্ষ„ শব্দ বলাটা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষের শঙ্কা ছিল যে এটা জাপানিজ ও জার্মানরা প্রপাগান্ডা হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু ভারতের ফটোগ্রাফার, লেখক ও আর্টিস্টরা এর মধ্যেই যতোটা পারেন সেই দুর্ভিক্ষের চিত্র তুলে ধরেন। চিত্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য একটা লিফলেট তৈরি করেন, "হাংরি বেঙ্গল: অ্যা ট্যুর থ্রু মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট„ এই নামে। এর মধ্যে দুর্ভিক্ষে মারা পড়া ও বেঁচে যাওয়াদের স্কেচও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি সেই সব মানুষদের নাম দেন, তারা কে, কোথা থেকে এসেছে সেসব বর্ণনাও। যখন ১৯৪৩ সালে এটা প্রকাশ হয় তখন এর প্রায় ৫ হাজার কপিই বাজেয়াপ্ত করে ব্রিটিশরা। ব্রিটিশ মালিকানার স্টেটসম্যান নিউজপেপারের সম্পাদক ইয়ান স্টিফেন্সও ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মের সময়কালের চিত্র তুলে আনতে গিয়ে নানা জটিলতায় পড়েন। ১৯৭০ সালে বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "সে সময়ের মানবিক পরিস্থিতি আমাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। মানুষের এই কষ্ট এবং সেটা লাঘবে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা দেখে আমার ভীষণ ক্ষোভ হয়।„ তিনি কড়া নিয়মের ফাঁক দিয়ে ১৯৪৩ সালের ২২শে অগাস্ট এক ভিক্টিমের ছবি প্রকাশ করেন যিনি কলকাতার রাস্তায় মারা যাচ্ছিলেন বা মারা গিয়েছিলেন। সেটা প্রথমে দিল্লিতে যায় এরপর সারা বিশ্বের তা নজর কাড়ে। তিনি এরপর আরও ছবি এবং কড়া সম্পাদকীয় লেখেন। শীঘ্রই গোটা বিশ্ব জেনে যায় সেখানে কী হচ্ছে। অমর্ত্য সেন, যিনি পরে অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন, তিনি এই দুর্ভিক্ষের কারণ ও প্রভাব নিয়ে পড়াশোনা করেন, পরবর্তী জীবনে স্টিফেনের সাথে তার দেখা হয় এবং বলেন "তিনি অনেকের জীবন বাঁচিয়েছেন„ তার পত্রিকার মাধ্যমে। ৮০ বছর পর এই দুর্ভিক্ষের অল্প কয়েকজন স্বাক্ষী এখনো বেঁচে আছেন।

শৈলেন একবার যখন ৯১ বছর বয়সী অনঙ্গমোহন দাসের সঙ্গে দেখা করতে যান, তিনি সেখানে কেন এসেছেন সেটা শোনার পর মানুষটি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। এরপর তার চোখ বেয়ে দরদর করে পানি পড়তে থাকে ও তিনি বলেন, "এতদিন লাগলো আসতে?„ কিন্তু যে কয়েকজনের বর্ণনা শৈলেন সংগ্রহ করেছেন সেটা আসলে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ মারা যাওয়া ও তাদের জীবন বদলের যাওয়ার যে ঘটনা তার তুলনায় খুবই সামান্য। "আপনি যখন ইতিহাস ভুলে যেতে চান,„ বলেন তিনি, "তখন আসলে আপনি সবকিছুই ভুলে যেতে চান।„ কিন্তু শৈলেন সেটা না হতে দিতে বদ্ধপরিকর। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৪.০২.২০২৪ রিহাব)

বিমা নিয়ে আস্থার সংকট, পলিসি শেষ হলেও সময়মতো টাকা মেলেনা

পিরোজপুরের নাজমুল হোসেন বাবাকে নিয়ে এসেছেন ঢাকার মতিঝিলে। উদ্দেশ্য একটি বিমা কোম্পানির হেড অফিসে গিয়ে বিমার টাকা উদ্ধার করা। তার পরিবারে দুটি পলিসির মেয়াদ শেষ হবার পর এ টাকার পেছনে তিনি ঘুরছেন প্রায় দুই বছর ধরে। নাজমুল হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলছেন, পলিসির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যখন তারা টাকা তুলে নিতে চান, তখন স্থানীয় বিমা কোম্পানির অফিস থেকে চাপ দেয়া হয় টাকাটা একই কোম্পানিতে ডিপিএস করে রাখতে। "কিন্তু আমরা ডিপিএস করতে চাই নাই। আমরা টাকা চেয়েছিলাম। পরে হঠাৎ একদিন শুনি আমাদের অনুমিতি ছাড়াই তারা ডিপিএস করে ফেলেছে। আমরা যখন এর প্রতিবাদ করি এবং হেড অফিসে জানাই তখন বলা হয় যে, টাকা ফেরত দেবে কিন্তু ২০ শতাংশ টাকা কেটে রাখবে। কারণ আমরা ডিপিএস ভেঙ্গে ফেলছি। কিন্তু যে ডিপিএস আমরা করি নাই, সেটার জন্য কেন আমরা বিশ শতাংশ টাকা জরিমানা দেবো?„ প্রশ্ন তোলেন মি. হোসেন। নাজমুল হাসান জানাচ্ছেন, বেশ কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর তাদেরকে জানানো হয়, টাকা ফেরত দেয়া হবে। কিন্তু সেটা আর হচ্ছে না। "কখনও বলে আগামী মাসে আসেন, কখনও বলে চেক হয় নাই। কখনও বলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নাই। একেকবার একেক কথা। শুধু হয়রানি। কাজ আর হচ্ছে না।„ বিমা নিয়ে নাজমুল হাসানের যে অভিজ্ঞতা সেটা নতুন নয়। খোদ বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ২০২০ সালের সর্বশেষ প্রতিবেদন বলছে, বিমা কোম্পানিগুলোতে এখনও অনেক বিমা দাবি মেয়াদ শেষে নিস্পত্তি হচ্ছে না, অর্থাৎ গ্রাহক টাকা বুঝে পাচ্ছেন না। জীবন বিমার ক্ষেত্রে দাবি নিস্পত্তির হার ৬৭ শতাংশ। আর সাধারণ বিমার ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে বিমার কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৩ সাল থেকে। এখনও পর্যন্ত বিমা কোম্পানি কাজ করছে ৮১টি। কিন্তু ৫০ বছরের বেশি সময় পার হলেও বাংলাদেশের বিমা খাত সেভাবে বিস্তৃত হয়নি। সরকারি হিসেবে বিমার আওতায় আছেন মাত্র ১ কোটি ৮০ লাখ মানুষ। উন্নত বিশ্বে ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যু কিংবা দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক ক্ষতি কমাতে জীবন বিমা প্রচলিত একটা মাধ্যম। বিশেষ করে স্বাস্থ্যখাতে ব্যক্তির ব্যয়ের বোঝা কমাতে স্বাস্থ্যবিমা অনেক দেশেই ব্যাপক প্রচলিত। কিন্তু বাংলাদেশে দীর্ঘদিন চেষ্টার পরও বিমা খাত সেভাবে দাঁড়াতে পারেনি। সপ্তাখানেক আগে বেসরকারি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স বিভাগ থেকে বিমা খাতের উপর এক গবেষণায় উঠে এসেছে বিমাখাত নিয়ে সাধারণ মানুষের আস্থাহীনতার কথা। যার মূল কারণ মেয়াদ শেষে বিমার টাকা যথাসময়ে

ফেরত না পাওয়া কিংবা প্রতারণার শিকার হওয়া। কিন্তু বিমা খাতে এমন দীর্ঘ প্রতারণার ইতিহাস এবং এর কারণে আস্থাহীনতা কমাতে বিমা কোম্পানি কিংবা এর নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কী করছে? বাংলাদেশের বিমা খাত কি আদৌ ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? বাংলাদেশে বিমা খাত নিয়ে চলতি ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে একটি গবেষণা প্রকাশ করে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স বিভাগ। সেই গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন বিভাগটির ডিন মো. নুরুল কবীর। তাদের গবেষণাতেও বাংলাদেশে বিমা খাতের বিস্তার না হওয়ার পেছনে মূল কারণ হিসেবে উঠে এসেছে আস্থাহীনতার কথা। আর এই আস্থাহীনতার মূল কারণ পাওনা দাবি নিষ্পত্তিতে জটিলতা।

মি. কবীর বিবিসি বাংলাকে বলেন, "গবেষণায় মানুষ যেটা বলেছে যে, আমরা ইন্সুরেন্স কন্টিনিউ করছি, কিন্তু যখনই আমার প্রয়োজনটা দেখা দিচ্ছে অর্থাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটছে, তখন আমরা কোম্পানির কাছে যাচ্ছি। কিন্তু টাকাটা আমি পাচ্ছি না। এখান থেকে ওখানে ঘুরাচ্ছে। তাহলে যে ঝুঁকিটা মেটানোর জন্য আমি ইন্সুরেন্সটা করলাম, আমার তো সে উদ্দেশ্য পূরণ হলো না। তখনই হচ্ছে, মানুষের কাছে নেগেটিভ ইম্প্রেশনটা অনেক বেশি ছড়িয়ে যায়।„ বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত বিমা কোম্পানি গড়ে উঠেছে ৮১টি। কিন্তু বিশ্বব্যাপী বিমা ব্যবসা নিয়ে যে র‍্যাঙ্কিং সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৫ তম। এছাড়া বিমা খাতে মোট সম্পদের যে প্রবৃদ্ধি সেটা যেমন কমছে, তেমনি প্রিমিয়াম আয়ের ক্ষেত্রেও সেভাবে অগ্রগতি নেই। ফলে মৃত্যু, দুর্ঘটনা, অঙ্গহানিসহ এধরণের ঘটনায় বিমা না করায় আর্থিক সুবিধার বাইরেই থাকছেন অধিকাংশ মানুষ। এছাড়া স্বাস্থ্যবিমার প্রসার না ঘটায় চিকিৎসাখাতেও মানুষের ব্যক্তিগত ব্যয় বাড়ছে। সর্বশেষ সরকারি হিসেবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে একজন মানুষের চিকিৎসার পেছনে যে ব্যয় হয়, তার ৬৯ শতাংশই যায় ব্যক্তির পকেট থেকে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. নুরুল কবীর বলছেন, মানুষ স্বাস্থ্যবিমার আওতায় থাকলে সেটা তার চিকিৎসা খরচের বোঝা কমাতে সাহায্য করতো। কিন্তু মানুষের মধ্যে সে বিষয়ে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। এছাড়া বিমা করলে কী উপকার হবে, বিমা পলিসি কখন, কী কারণে বাতিল হবে, এটা যে সাধারণ ব্যাংকে টাকা জমানোর মতো সিস্টেম না - সেসব বিষয়ে কোম্পানির অ্যাজেন্টরা অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ণাঙ্গ তথ্য দেন না গ্রাহকদের। "বিমার পলিসিগুলো সাজানো-গোছানো। কিন্তু যেভাবে এটা বর্ণনা করা হয়, সেটা বোঝাটা সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন। অ্যাজেন্টরাও এক্ষেত্রে সব তথ্য দেয় না। যেমন, এটা খুব কমই অ্যাজেন্টরা বলে যে, যদি কোন পলিসি ম্যাচিউরড বা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যদি আপনি বন্ধ করেন, তাহলে আপনি জরিমানার মধ্যে পড়তে পারেন বা আপনি পুরো টাকা ফেরত নাও পেতে পারেন। এখানে ডিপিএসের মতো ফুল পেমেন্ট পাবেন না। কিন্তু এসব তথ্য গ্রাহকদের বলা হয় না।„ বাংলাদেশের বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের হিসেব অনুযায়ী ২০২২ সালে নতুন ১৭ লাখ ৭১ হাজার পলিসি চালু হয়েছে বিমা খাতে। কিন্তু এর বিপরীতে পলিসি বাতিল হয়েছে ১১ লাখ ৫০ হাজার।

নির্ধারিত সময়ের আগে পলিসি বাতিল হলে সেই টাকা কোম্পানি পেয়ে যায়। ফলে কোম্পানিগুলোও বাতিল হওয়া ঠেকাতে সেভাবে উদ্যোগী হয় না বলে অভিযোগ। এ কারণে বাংলাদেশে বেশ বড় সংখ্যায় পলিসি বাতিল হচ্ছে প্রতিবছর। জানতে চাইলে বিমা কোম্পানিগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শেখ কবির হোসেন স্বীকার করছেন, এটা ঘটছে। তার ভাষায়, "পলিসি নির্দিষ্ট একটা সময়ের আগে বাতিল হলে সেই টাকাটা কিছু অ্যাজেন্ট পায়, বাকিটা কোম্পানি খায়।" কিন্তু বিমা খাতে এমন অবস্থার বিপরীতে প্রতারণা এড়ানো এবং খাতকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো কী করছে? "কোম্পানিগুলোকে আমরা বলতে পারি, বলি। কিন্তু সেটা তো তারা শুনবে না। আমরা বলেছি যে নন-লাইফ ইন্সুরেন্সে ২৫ শতাংশের বেশি কমিশন দেয়া যাবে না। কিন্তু দেখা যায় যে, অনেকে তার চেয়ে বেশি দিয়ে দেয়। তারপর দুই নম্বরি করে। লাইফ-ইন্সুরেন্সের টাকা ব্যাড-ইনভেস্টমেন্ট করে ফেলে। এখানে আমাদের করণীয় কিছু নাই। যারা রেগুলেটরি অথরিটি তাকে শক্ত হতে হবে। এমন প্রক্রিয়া করতে হবে যেন কোম্পানিগুলো এভাবে টাকা নিতে না পারে।„ বলছিলেন মি. হোসেন। তার মতে, বাংলাদেশে বিমা খাতে যে প্রতারণা সেটা সব কোম্পানি করছে না। এটার দায়ভার গুটিকয়েক কোম্পানির। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিমা খাত দীর্ঘদিন চললেও এই খাতে কার্যকর নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান এবং আইন তৈরি হয় ২০১০ সালের পরে। আর জাতীয় বিমা নীতি এসেছে ২০২৩ সালে। এতদিন বিমা খাতে প্রতারণা এবং দুর্নীতি চললেও সেটা যে কার্যকরভাবে ঠেকানো যায়নি তার বড় কারণ কার্যকর কোন আইনী এবং প্রাতিষ্ঠানি কাঠামো না থাকা।

২০১০ সালের পর সেটা শুরু হলেও আইন এবং প্রতিষ্ঠান গোছাতেই শেষ হয়ে গেছে এক যুগেরও বেশি সময়। জানতে চাইলে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জয়নুল বারী বলেন, যেসব কোম্পানি প্রতারণা করেছে কিংবা করছে তাদের পার পাবার সুযোগ নেই। "এখানে ১৯টা কোম্পনি আছে, যাদের বিমা দাবি পরিশোধের হার কিন্তু ৮২ শতাংশ থেকে ৯৯ শতাংশ পর্যন্ত। কিন্তু হ্যাঁ, কিছু কোম্পানি আছে যারা খারাপ করছে। তাদের সংখ্যা বেশি নয়। তাদের দাবি পরিশোধের হার খুবই কম," বলেন মি. বারী।

তিনি বলেন, এর কারণ হলো দীর্ঘদিনের অনিয়মের ফলে এসব কোম্পানি তাদের আর্থিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। "আমরা অনেকগুলো কোম্পানি যাদের স্থাবর সম্পত্তি ছিলো, সেগুলো বিক্রি করে গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেয়ার জন্য

নির্দেশ দিয়েছি এবং সেটা পর্যায়ক্রমে তারা করছে।„ মি. বারী জানাচ্ছেন, ইতোমধ্যেই কোন কোন কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ স্থগিত করা হয়েছে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এতে কাজ হচ্ছে। তাদের মূল লক্ষ, আগের অনিয়মের প্রতিকার এবং সামনে যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেটা নিশ্চিত করা। "প্রতারণা রোধে সারা পৃথিবীতে যেধরণের রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক থাকে, টুলস থাকে সেগুলো আমরা চালু করছি। আমরা কোম্পানি গুলোর রিস্ক প্রফাইল চালু করবো। গ্রাহকদের টাকা তারা কোথায়, কীভাবে বিনিয়োগ করবেন সেগুলো দেখা হচ্ছে।„ কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, বিমা কার্যক্রমে ভবিষ্যতে দুর্নীতি এড়াতে আরো দুটো জিনিস করা হচ্ছে।

এক. সব কোম্পানির জন্যই বিমার টাকা জমা দেয়ার প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার অধীনে আনা যেন টাকা জমার তথ্য তাৎক্ষণিক পাওয়া যায়। এখনও অনেক কোম্পানি এর আওতায় নেই। দুই. পলিসি বিক্রয়ের জন্য বিমাখাতের সঙ্গে ব্যাংক ব্যবস্থাকে সংযুক্ত করা। অর্থাৎ ব্যাংক থেকেই বিমার জন্য নতুন গ্রাহক খোঁজা হবে। ব্যাংক এতে অনেকটা বিমা কোম্পানির অ্যাজেন্টের ভূমিকায় থাকবে। এতে করে অ্যাজেন্টদের কমিশন ব্যাংক পাবে। অন্যদিকে পলিসি এবং টাকা জমাসহ সবকিছু ব্যাংকিং সিস্টেমে থাকায় প্রতারণা বন্ধ হবে। সরকার আশা করছে নতুন আইন ও নীতিমালার প্রয়োগে আস্থা ফিরবে এই খাতে। তবে সেটা কতটা হবে তা নির্ভর করছে কোম্পানিগুলোর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা কতটা ফিরে আসবে এবং মানুষ কীভাবে উপকার পাবে তার ওপর। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২৪.০২.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

বাংলাদেশের পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ১৫তম বার্ষিকী রবিবার

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার পিলখানায়, তৎকালীন বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) সদর দফতরে চালানো হত্যাকাণ্ডের ১৫তম বার্ষিকী রবিবার (২৫ ফেব্রয়ারি)। গত ২০০৯ সালের এই দিনে, ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ মোট ৭৪ জনকে হত্যা করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে, রাজধানী ঢাকার বনানীর সামরিক কবরস্থানে নিহত সেনা কর্মকর্তাদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ নানা কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। গত ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি, তিন দিনব্যাপী 'বিডিআর সপ্তাহ' চলার সময়, পিলখানা সদর দপ্তরের দরবার হলে বাংলাদেশ রাইফেলস এর (বর্তমান বিজিবি) কয়েকশ সদস্য সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। তারা ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে হত্যা করে। পরদিন ২৬ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সরকার ও বিডিআর বিদ্রোহীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও গ্রেনেড জমা দেয়ার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে। সেই ঘটনায় মোট ৫৮টি মামলা দায়ের হয়। এর মধ্যে একটি হত্যা ও লুটপাটের অভিযোগে, বাকিগুলো বিদ্রোহের অভিযোগে দায়ের করা হয়। হত্যা মামলার বিচারে, ১৫২ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৪২৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়। এছাড়া, ২৭৭ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি খালাস পান। সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে ২৬২ জন বিদ্রোহীকে তিন মাস থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত, বিভিন্ন মেয়াদে এবং প্রয়াত বিএনপি নেতা নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলীসহ ১৬১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। অন্যদিকে, বিদ্রোহের ৫৭টি মামলায় ৫ হাজার ৯২৬ জন বিডিআর জওয়ানকে চার মাস থেকে সাত বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৫.০২.২০২৪ এলিনা)

ভাসানচর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ৯ জন

বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার ভাসানচরে অবস্থিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আগুন লেগে পাঁচ শিশুসহ ৯ জন দগ্ধ হয়েছেন। দগ্ধ ব্যক্তিদের সকলেই রোহিঙ্গা। শনিবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল দিকে ঘটনাটি ঘটে। নোয়াখালী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের উপ-পরিচালক হাসিনা জাহান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আহতদের প্রথমে নোয়াখালী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরে তাদের মধ্যে পাঁচজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে এ অগ্নিকাণ্ড হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় লোকজন। শনিবার সকাল সোয়া ৮টার দিকে ক্যাম্পের ৮১ নম্বর ক্লাস্টারে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান তারা। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন; সফি আলমের মেয়ে মোবাশ্বিরা (৩), আবদুল হাকিমের ছেলে বশির উল্লাহ (১৫), আবদুর শুক্কুরের মেয়ে রশিদা (৩), আজিজুল হকের মেয়ে জোবায়দা (১১), আমিনা খাতুন (২৪), মোহাম্মদ তৈয়বের ছেলে সফি (১২), সফি আলমের ছেলে রবিউল (৫), আজিজুল হকের ছেলে সোহেল (৫) ও রাসেল (৩)। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ৮১ নম্বর ক্লাস্টারের একটি কক্ষের বারান্দায় ছিলো গ্যাসের সিলিন্ডার। সেই সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হলে, পাশে থাকা নারী ও শিশুসহ নয় জন দগ্ধ হন। ক্যাম্পের লোকজন দ্রুত নিভিয়ে ফেলেন। পরে, দগ্ধদের নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।ভাসানচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, "আহতদের উদ্ধার করে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।„ আগুনে কোনো কক্ষের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানান ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাওসার আলম ভুঁইয়া। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৪.০২.২০২৪ এলিনা)

স্বাধীন বিচার বিভাগ ও শক্তিশালী সংসদ উন্নয়নকে উৎসাহিত করে : শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, স্বাধীন বিচার বিভাগ, শক্তিশালী সংসদ ও প্রশাসন একটি দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে; উন্নয়নকে উৎসাহিত করে। শনিবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজধানী ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে, একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে একথা বলেন শেখ হাসিনা।"আমরা ক্ষমতায় আসার পর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বাসকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে, বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথক করে সম্পূর্ণ স্বাধীন করেছি;„ যোগ করেন শেখ হাসিনা। একবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ এশীয় সাংবিধানিক আদালত: বাংলাদেশ ও ভারতের শিক্ষা শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান, তার সরকার বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা করেছে এবং এর জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ করেছে। বিচার বিভাগ আগে আর্থিক বিষয়ে সরকারের ওপর নির্ভরশীল ছিলো বলে জানান তিনি। এছাড়া আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য আইন প্রণয়ন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা।

তিনি আরো বলেন, এর আগে নির্বাচন কমিশন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো। "আমরা এটাকে নির্বাচন কমিশন (ইসি) হিসেবে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করেছি এবং এর জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দ দিয়েছি;„ যোগ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এর মানে হলো; আমরা নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি এবং আওয়ামী লীগ সরকার তা করতে পারে।„ শেখ হাসিনা বলেন যে তার সরকার উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী সংবিধানে একটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছে; যাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। "এই অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে, আমি বলতে পারি, জনগণের মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে;„ বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি জানান, বাংলাদেশ ২০২৬ সাল থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃত হবে। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও ভারতের প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৪.০২.২০২৪ এলিনা)

ঢাকায় পৌঁছেছেন যুক্তরাষ্ট্রের তিন কর্মকর্তা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের (এনএসসি) দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক আইলিন লাউবাচার; ইউএসএআইডির সহকারী প্রশাসক ও ব্যুরো ফর এশিয়ার কর্মকর্তা মাইকেল শিফার এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আখতার তিন দিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন। শনিবার(২৪ ফেব্রুয়ারি) ওয়াশিংটন ডিসির প্রতিনিধিদের স্বাগত জানায় ঢাকা অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। দূতাবাস জানিয়েছে, সফরকালে তারা তরুণ কর্মী, সুশীল সমাজের নেতা, শ্রমিক সংগঠক এবং মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যম তৈরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এছাড়া, কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে পারস্পরিক স্বার্থের অগ্রগতির বিষয়ে একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এগিয়ে নেয়ার উপায় নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ গত বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রয়ারি) বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরো গভীর ও সম্প্রসারিত হবে। হাছান মাহমুদ আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যে চিঠি দিয়েছেন, তা দুই দেশের সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৪.০২.২০২৪ এলিনা)

তরুণদের দক্ষতা বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতা সক্ষম করবে : মাইকেল শিফার

ইউএসএআইডির এশিয়া অঞ্চলের অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মাইকেল শিফার বলেছেন যে বাজারে চাহিদা আছে এমন বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারলে, বাংলাদেশের তরুণরা দেশকে আরো প্রতিযোগিতা সক্ষম করে গড়ে তুলতে পারবে। শনিবার (২৪ ফেব্রয়ারি) বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। "পরবর্তী এশিয়ান টাইগার, 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' হিসেবে তারা বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। সেই সঙ্গে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে তরুণরা;„ মাইকেল শিফার যোগ করেন। বাংলাদেশের যুব সংগঠন এবং বেসরকারি খাতের নেতারা যাতে একসঙ্গে কাজ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে, তাদের মধ্যে নতুন অংশীদারিত্ব স্থাপনে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র। আর, উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডির মাধ্যমে বাস্তবায়িত এ উদ্যোগের উদ্দেশ্য হলো যুবদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধি অর্জন। এরই অংশ হিসেবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একসঙ্গে কাজ করতে, সমঝোতা স্মারক সই করেছে ইউএসএআইডি ও বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা। এসময় ইউএসএআইডি,র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এশিয়া অঞ্চলের অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মাইকেল শিফার, ইউএসএআইডি বাংলাদেশের মিশন ডিরেক্টর রিড অ্যাশলিম্যান। বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসেবে সমঝোতা স্মারকে সই করেছেন শিক্ষা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান শিখো,র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহীর চৌধুরী।

ডিজিটাল পেমেন্ট প্রতিষ্ঠান ভিসা, শিক্ষা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান শিখো,র মতো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জাগো ও বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টারের মতো যুব সংগঠনগুলোর সংযোগ ঘটাতে ইউএসএআইডি,র উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে `ইয়ুথ-প্রাইভেট সেক্টর মার্কেটপ্লেস,। এর ফলে, বাংলাদেশের কর্মশক্তি আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা চিহ্নিত করে, সে বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠবে বাংলাদেশের তরুণরা। আর, তারা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আরো সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও কর্মক্ষেত্রে তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ইউএসএআইডির শিক্ষা ও যুববিষয়ক কার্যক্রমগুলো বেশি করে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ খুঁজছে। যুক্তরাষ্ট্র ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের উন্নয়নে অংশীদার হিসেবে কাজ করছে। এই সময়ের মধ্যে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়ন, মানবিক সহায়তা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে সহিষ্ণুতা বাড়াতে বাংলাদেশকে ৮০০ কোটি ডলারের বেশি সহায়তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৪.০২.২০২৪ এলিনা)

ব্যর্থতা ঢাকতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য বিএনপিকে দায়ী করছে সরকার, বললেন রিজভী

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী অভিযোগ করেছেন, জনগণকে বিভ্রান্ত করতে এবং ব্যর্থতা ঢাকতে, পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য বিএনপিকে দায়ী করছে সরকার। শনিবার (২৪ ফেব্রয়ারি) নয়াপল্টন কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন। বলেন, "গণভবনে শুক্রবারের সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যারা সরকার উৎখাতের আন্দোলন করছে, তাদের দ্রব্যমূল্য বাড়ানোর কিছু কৌশল আছে। "ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সিন্ডিকেট সরকার অদ্ভুত সব মন্তব্য করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ এই সরকার; এখন এজন্য বিএনপিকে দায়ী করছে;„ রুহুল কবির রিজভী যোগ করেন। তিনি আরো বলেন, "এ ধরনের বক্তব্যের অর্থ হলো, স্বৈরশাসন এখন বিপথগামী হয়ে গেছে। তাই ডাহা মিথ্যাচার, অসত্য, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন মন্তব্য করা ছাড়া শেখ হাসিনার আর কোনো উপায় নেই। এ সব বক্তব্য একটি অশান্ত মনের বহিঃপ্রকাশ... এজন্য তিনি মিথ্যাচারের আশ্রয় নিচ্ছেন।„
রিজভী বলেন, তবে প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে দ্রব্যমূল্য সীমাহীন ভাবে বেড়েছে। "ব্যর্থতা, লুটপাট, চুরি ও অপকর্মের জন্য নির্লজ্জভাবে বিএনপিকে দোষারোপ করা তাদের (সরকারের) পুরোনো অভ্যাস;„ বলেন তিনি। যেহেতু শেখ হাসিনা সরকার প্রধান হিসেবে অসাধু ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না, তাই তিনি অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকতে ব্যর্থতার জন্য বিএনপিকে দায়ী করে মিথ্যাচার চালাচ্ছেন। বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের ন্যূনতম যোগ্যতা নেই; বলেন রুহুল কবির রিজভী। বিএনপির সিনিয়র যুগ্মমহাসচিব বলেন, সব জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দামের মধ্যে সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকার জন্য খুব কঠিন সময় পার করছে। সরকার নানা হুমকি দিলেও, বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। মার্কেট ম্যানিপুলেটররা এখন আওয়ামী লীগকে নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রতিটি পণ্যের দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে শুধু নিম্ন আয়ের মানুষ নয়, মধ্যবিত্ত মানুষও চরম অসহায় হয়ে পড়েছে বলে উল্লেখ করেন রিজভী। বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব গুরুতর অসুস্থ হলেও কর্তৃপক্ষ তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন রিজভী। সম্প্রতি ১৫ জন বিরোধী দলীয় নেতা কারাবন্দী অবস্থায় মারা গেছেন বলে দাবি করে, অসুস্থ হাবিবের উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি আহবান জানান রুহুল কবির রিজভী। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৪.০২.২০২৪ এলিনা)

আফরিন আখতারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মির্জা ফখরুল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকা সফররত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক উপসহকারী মন্ত্রী আফরিন আখতার। প্রায় এক ঘন্টার এই বৈঠকে, বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস উপস্থিত ছিলেন। শনিবার (২৪ ফেব্রয়ারি) বিকেল ৩টায় গুলশানের ওয়েস্টিন হোটেলে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও শামা ওবায়েদ সাড়ে তিন মাস কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, বিদেশিদের সঙ্গে এটাই বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ও আমীর খসরুর প্রথম বৈঠক। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৪.০২.২০২৪ এলিনা)

বাজার কারসাজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার : হাছান মাহমুদ

এদিকে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ বলেছিলো দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা একটি অগ্রাধিকার।"সেই অগ্রাধিকার নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং বাজারের অসাধু সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সরকার সব রকম ব্যবস্থা নেবে;„ বলেন হাছান মাহমুদ। শনিবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে, জাতীয় সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
ভারত থেকে ৫০ হাজার টন পেঁয়াজ আসছে উল্লেখ করে হাছান মাহমুদ জানান, রোজার আগেই কিছু পেঁয়াজ বাজারে ঢুকবে, আর বাজার মোটামুটি স্থিতিশীল আছে। অসাধু লোভাতুর বাজার সিন্ডিকেটগুলো কারণে-অকারণে, নানা

অজুহাতে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য বাড়ায়। আমরা দেখেছি, একটি কোল্ড স্টোরেজের ভেতর থেকে দেড় লাখ ডিম উদ্ধার করা হয়েছে। অতীতে পেঁয়াজের সংকট তৈরি করা হয়েছিল;„ যোগ করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিনি বলেন, যখন বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করা হলো, বাজারে পেঁয়াজ সয়লাব হয়ে গেলো, তখন স্টোরেজ থেকে জমিয়ে রাখা পচা পেঁয়াজ ফেলে দেয়া হয়েছে। "এ ধরনের সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আমাদের সরকার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;„ তিনি আরো বলেন। হাছান মাহমুদ বলেন, যারা সরকারকে টেনে নামাতে চায়, এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে তারাও যে যুক্ত, সে কথা সঠিক। তবে বাজার মোটামুটি স্থিতিশীল আছে। কেবল পাইকারি বিক্রেতা নয়, খুচরা বিক্রিতাদের মধ্যেও একটু বেশি মুনাফা করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে উল্লেখ করেন হাছান মাহমুদ।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৪.০২.২০২৪ এলিনা)

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন : দীপু মনি

অন্যদিকে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী দীপু মনি শনিবার (২৪ ফেব্রয়ারি) বলেছেন, দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা রয়েছে। "সামনে রমজান আসছে, এই রমজানে যাতে মানুষ স্বস্তির মধ্যে থাকে, সেজন্য সরকারের চেষ্টার পাশাপাশি সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন; বলেন দীপু মনি। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন যেমন কাজ করবে, তেমনি ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর সঠিকভাবে কাজ করতে হবে। তাহলে দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা সম্ভব হবে; বলেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৪.০২.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত বলেই স্থিতিশীলতা ও আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা হয়েছে, বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই দেশে স্থিতিশীল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ সম্পর্কে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির প্রতিবেদন :

জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা হয়েছে, বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে, সাংবিধানিক আদালত বিষয়ক বাংলাদেশ-ভারত যৌথ সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই দেশে স্থিতিশীল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শনিবার সকালে ঢাকায় একুশ শতকে দক্ষিণ এশীয় সাংবিধানিক আদালত, এই সংক্রান্ত দুইদিন ব্যাপী বাংলাদেশ-ভারত যৌথ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনীতে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। বঙ্গবন্ধু সম্মেলনে কেন্দ্রে অনুষ্ঠানের শুরুতেই তিনি সম্মাননা স্মারক তুলে দেন বাংলাদেশ ও ভারতের অতিথিদের হাতে। পরে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৭৫,এর পর ক্ষমতা জনগণের হাতে ছিল না, সেটা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি ছিল। বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে দেশকে মুক্ত করে, মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার(স্বকণ্ঠে) : প্রায় ২১ বছর সরাসরি অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেই কিন্তু ক্ষমতাটা তাদের হাতেই কুক্ষিগত ছিল। অগণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দখলকারীদের আদালত অবৈধ ঘোষণা করায় বিচারবিভাগকে ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা(স্বকণ্ঠে) : কৃতজ্ঞতা জানাই সেইসব জনসাধারণকে যারা এই একটি রায় দিয়েছিলেন যে, এই ক্ষমতা, মার্শাল ল' জারি এবং সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখল এটা অবৈধ।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৪.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ-বিএনপির পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

বাংলাদেশের নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির পাঠানো প্রতিবেদন :

বাংলাদেশের নিত্যপণ্যের বাজারদর নিয়ে আলোচনা এখন বছর জুড়েই। অনেকটা নিয়মে পরিণত হয়েছে নিত্যপণ্যের উর্দ্ধগতি। অসাধু ব্যবসায়িদের কারসাজির কবলে ক্রেতা সাধারণ ও ভোক্তারা। এখন শুরু হয়েছে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের সংস্কৃতি।দ্রব্যমূল্য নিয়ে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে বিএনপি মজুতদার-সিন্ডিকেটদের পৃষ্ঠপোষকতা ও মদদ দিচ্ছে- বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ ওবায়দুল কাদের। শনিবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে(স্বকণ্ঠে) : আজকে কোথায় পাওয়া গেছে এক লাখ ডিম, মজুদ করে রাখা হয়েছে। এই সমস্ত মজুতদারী, এইসব সিন্ডিকেটের পৃষ্ঠপোষকতা তারাই করছে। বিএনপিই করছে, এটা তাদের পুরনো অভ্যাস।

এদিকে, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে, নিজেদের ব্যর্থতার দায় বিএনপির ওপর চাপাচ্ছে। শনিবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন তিনি। এসময় রিজভী বলেন, আওয়ামী লীগ লুটেরা সিন্ডিকেট রাজনৈতিক

ও প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় এখন বাজারের ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে(স্বকণ্ঠে) : প্রতিটি পণ্যের দাম যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এ অবস্থায় নিম্ন আয়ের শুধু নয়, মধ্যবিত্তরাও চরমভাবে অসহায় হয়ে পড়েছে। সম্পূর্ণভাবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সরকার এখন দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির দায়ও চাপাচ্ছে বিএনপির উপর।

গতকাল গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেছেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে, সরকার উৎখাতে আন্দোলনকারীদের তাদেরও কিছু কারসাজি আছে। উনার এ ধরনের কথা বলার অর্থ তার স্বেচ্ছাতন্ত্র পচে-গলে বিকৃত হয়ে গেছে। বাজার নিয়ন্ত্রকরাই এখন সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলেও অভিযোগ করেছেন রিজভী। এদিকে ঢাকার বাইরে চাঁদপুরে এক অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন (স্বকণ্ঠে) : সরকারের তো সর্বাত্মক প্রচেষ্টা রয়েছে দ্রব্যমূল্য যেন মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে। মানুষ যেন স্বস্তির মধ্যে থাকে। ধর্মের লেবাসের ব্যাপারে, পোশাকের ব্যাপারে আমরা যত মনোযোগী, আমরা যদি ধর্মীয় আচরণের ব্যাপারে সেইক্ষেত্রে আর একটু মনোযোগী হই তাহলেই কিন্তু এই মজুতদারী থাকে না। তাহলে এই অতিরিক্ত মুনাফা করার প্রবৃত্তি সেটি থাকে না।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৪.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

রাশিয়ার ওপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ'র

গতকাল শুক্রবার রাশিয়ার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। যুদ্ধ এবং বিরোধী নেতা আলেক্সি নাভালনির মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ৫শ'টিরও বেশি নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এতে নাভালনির কারাবাসের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের পাশাপাশি রাশিয়ার আর্থিক খাত, প্রতিরক্ষা শিল্প এবং অন্যান্যদের লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়েছে। এছাড়া, যুদ্ধের জন্য সহায়তা প্রদানকারী প্রায় ১শ'টি সংস্থার উপরও নতুন রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সর্বশেষ এই নিষেধাজ্ঞায়, চীন এবং উত্তর কোরিয়ার সাথে যুক্ত কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি প্রথমবারের মতো ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও নতুন দফায় তাদের নিজস্ব নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে, যা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ১৩তম। এতে, ড্রোন এবং অন্যান্য সামরিক প্রযুক্তিতে রাশিয়ার প্রবেশাধিকারকে আরও সীমিত করার উপর জোর দেয়ার পাশাপাশি উত্তর কোরিয়া এবং বেলারুশ'সহ রাশিয়ায় অস্ত্র সরবরাহের সাথে জড়িত কোম্পানি এবং ব্যক্তিদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ২৪.০২.২০২৪ এলিনা)

ডয়েচে ভেলে

আমি এই দেশের সন্তান, এই দেশেই থাকবো: ড. ইউনূস

পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন নিজের দেশেই থাকবেন বলে জানিয়েছেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। `ডয়চে ভেলে খালেদ মুহিউদ্দীন জানতে চায়, অনুষ্ঠানে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে একথা বলেন তিনি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস ও সামাজিক ব্যবসা পরিচালনার আমন্ত্রণ থাকলেও তিনি কেন বাংলাদেশে থাকছেন সঞ্চালক খালেদ মুহিউদ্দীনের এমন প্রশ্নের জবাবে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. ইউনূস বলেন, ``তুমি কি বলছো আমি দেশ থেকে চলে যাই? এমন কুসন্তান হলাম আমি যে আমাকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে? আমি এই দেশের সন্তান, এই দেশেই থাকবো।'' সামাজিক ব্যবসা ও উদ্যোক্তা হওয়ার বিষয়ে ১২ থেকে ৩৫ বছরের জনগোষ্ঠীকে উৎসাহ দিয়ে তিনি বলেন, ``আমাদের জন্ম হয়েছে চাকুরি করার জন্য না। আমরা সবাই উদ্যোক্তা।'' `ডয়চে ভেলে খালেদ মুহিউদ্দীন জানতে চায়' অনুষ্ঠানে শুক্রবার দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে ক্ষুদ্রঋণ, সামাজিক ব্যবসা, নিজের বিরুদ্ধে চলমান মামলাসহ নানা প্রসঙ্গে খোলামেলা কথা বলেন বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ইউনূস। গণতন্ত্র নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ``আমরা কেউ গণতন্ত্রের বিপক্ষে না, আমরা গণতন্ত্রের পক্ষে, মানবাধিকারের পক্ষে, ন্যায়-নীতির পক্ষে। এগুলো না থাকলে তো জাতি হিসেবে আমরা টিকে থাকবো না।'' তবে মুখ খুলে মানুষ গণতন্ত্রের কথা বলতে পারছে না বলে মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ``আমার মনে হয় উনি মনে করেন, আমি দেশের সর্বোচ্চ ডাকু, সন্ত্রাসী কিংবা আমি অপরাধী, সেরা চোর। আমাকে বলেন আমি সুদখোর, ঘুষখোর।'' কর ফাঁকি দেওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ড. ইউনূস বলেন, ``আমার টাকা, আমি রোজগার করি, আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি মালিক হবো না। যেহেতু আমি মালিক হবো না তাই আমি ট্রাস্টে দিয়ে দিতে চাচ্ছি। আমাদের আইনজীবী বলেছেন, আপনি যেহেতু দান করছেন, এটাতে আর কর দেবার কোন বিষয় নেই।'' তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর দিতে বলার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস কর পরিশোধ করেছেন বলে জানিয়েছেন। প্রচলিত আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের ৫ শতাংশ কর্মীদের দেয়ার বিষয়ে এই বিশ্বব্যক্তিত্ব বলেন, ``যেখানে মালিক মুনাফা পায় না সেখানে শ্রমিক কিভাবে মুনাফা পাবেন? এই প্রতিষ্ঠানতো মুনাফা তৈরি করে না।'' দেশের টাকা বিদেশে পাচারের ক্ষেত্রে সরকারের করণীয় কী হতে পারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ``আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। আইনটা প্রয়োগ করতে হবেতো।

সমস্ত বিষয়টা আইনের ব্যাপার।'' সাম্প্রতিক সময়ে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সংবাদ সম্মেলন করে তার প্রতিষ্ঠান জবর দখল হওয়ার কথা জানান। এই বিষয়ে তিনি বলেন, ``আমরা ভয়ের মধ্যে আছি। আমাদের বিল্ডিংয়ের সামনে দলীয় লোকজন সভা করছে। আমরা খুবই সংকটময় অবস্থার মধ্যে আছি।'' (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৪.০২.২০২৪ রিহাব)

গৃহকর্মী হত্যা ও নির্যাতনে বিচার হয় না কেন

ঢাকায় গৃহকর্মী প্রীতি উরাংয়ের মৃত্যু আবারো সামনে নিয়ে এসেছে বাংলাদেশে অব্যাহতভাবে গৃহকর্মী নির্যাতন ও এর বিচার না হওয়ার বিষয়টি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অনেক নির্যাতনের ঘটনাই ধামাচাপা দেয়া হয়। এমনকি হত্যাকাণ্ডের মত ঘটনায়ও আপসের মাধ্যমে শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যান অভিযুক্তরা। প্রীতি উরাং নিহত হওয়ার ঘটনায় অবশ্য ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ আশফাকুল হক ও স্ত্রী তানিয়া খন্দকার গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। গত ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মোহাম্মদপুরে সৈয়দ আশফাকুলের অষ্টম তলার ফ্ল্যাট থেকে পড়ে প্রীতি উরাংয়ের মৃত্যু হয়। ঘটনার পর দিন প্রীতির বাবা লোকেশ ওরাং বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন। মামলায় সৈয়দ আশফাকুল হক ও তার স্ত্রী তানিয়া খন্দকারকে আসামি করা হয়।

মানবাধিকার সগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের(আসক) হিসাবে গত তিন বছরে ঢাকাসহ সারা দেশে ৩৬ জন গৃহকর্মী তাদের গৃহমালিকের বাসায় মারা গেছেন। তাদের মধ্যে ৯০ ভাগই নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা যান। কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়ে মোট নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ১০৩ জন। কিন্তু ওইসব ঘটনায় মামলা হয়েছে অনেক কম ৬৯টি। আসকের তথ্যে দেখা যায়, ২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় ৪৫০ জন গৃহকর্মীকে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার বিভিন্ন থানায় প্রায় দুশোর মতো নির্যাতন ও অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। গৃহশ্রমিকদের নিয়ে কাজ করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্ট্যাডিজ(বিলস)-এর যুগ্ম মহাসাচিব সৈয়দ সুলতান উদ্দিন খান। তিনি বলেন," গৃহকর্মী নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা বাস্তবে আরো বেশি। যে হিসাব আপনারা দেখেন তা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। অনেক ঘটনাই সংবাদমাধ্যমে আসে না। আর অনেক ঘটনায়ই মামলা হয় না।„

বিলস-এর এক জরিপে অংশ নেওয়া ২৮৭ জন গৃহ শ্রমিকের ৫০ ভাগ জানিয়েছেন, তারা কোনো না কোনোভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বিলস-এর তথ্য বলছে, সারা দেশে মোট গৃহকর্মীদের ৯৫ ভাগেরও বেশি নারী। গৃহকর্তার কাছে ৫০ শতাংশ গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হন। যাদের অর্ধেকেই আবার শিশু। বিলসের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০০১ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ২০ বছরে সারা দেশে এক হাজার ৫৬০ গৃহকর্মী কর্মক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, আহত, রহস্যজনক মৃত্যু, আত্মহত্যা ও হত্যার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন ৫৭৮ গৃহকর্মী।

গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের সন্বয়কারী আবুল হোসেন বলেন," গৃহশ্রমিক নির্যাতন ও নিহত হওয়ার ব্যাপারে বিচারের অভিজ্ঞতা নির্মম। বিচার পাওয়ার নজির তেমন নেই বললেই চলে। যে ঘটনাগুলোতে মামলা হয় সেখানে এজাহার খুবই দুর্বল থাকে। কারণ মালিক প্রভাবশালী থাকেন গৃহশ্রমিকের তুলনায়। তারা সহজেই পুলিশকে প্রভাবিত করতে পারেন। ফলে মামলা ওখানেই অনেকটা শেষ হয়ে যায়। আর বিচারের আগেই অর্থের বিনিময়ে বা চাপ প্রয়োগ করে আপোস করে ফেলা হয়। ফলে আর বিচার হয় না। আমার অভিজ্ঞতা হলো গত দুই-তিন বছরে নির্যাতনের শিকার ২০-২৫ জন গৃহকর্মী ও তার পরিবারকে আইনি সহায়তা দিয়েছি। কিন্তু আইনি সহায়তা দেয়ার পরও আমরা মামলায় বিচার পাইনি। কারণ শেষ পর্যন্ত মামলা চালানো যায়নি। আপস হয়ে গেছে,„ বলেন তিনি।

বাংলাদেশে হত্যা ও নির্যাতনের মতো অপরাধের মামলা আইনে আপসযোগ্য নয়। তারপরেও কীভাবে আপস হয়? জানতে চাইলে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ইশরাত হাসান বলেন," এটা আদালতের বাইরে করা হয়। এটার নানা কৌশল আছে। প্রথমত মামলার তদন্তে দেরি করা হয়। এরমধ্যে নিহত বা নির্যাতনের শিকার গৃহকর্মীর পরিবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। তারা গরিব। তাই তাদের অর্থের প্রলোভনে ফেলা হয়। তখন তারা মামলার ব্যাপারে আর আগ্রহ দেখান না। সাক্ষী দিতে যান না। তখন মামলা এমনিতেই খারিজ হয়ে যায়।„ আর সৈয়দ সুলতান উদ্দিন খান বলেন," কেউ যদি মামলা লড়তেও চান তাহলেও কোনো লাভ হয় না। তখন অন্য সাক্ষীদের প্রভাবিত করা হয়।„

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী সারা দেশে এখন ২৫ লাখ গৃহকর্মী আছেন। তাদের মধ্যে বড় একটি অংশ নারী। জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ- অনুযায়ী দেশে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে এমন শিশুর সংখ্যা এক লাখ ২৫ হাজার, যাদের বয়স ৫ থেকে ১৭ বছর। আর এর মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই মেয়েশিশু।

বাংলাদেশে গৃহশ্রমিক সুরক্ষা নীতিমালা করা হয় ২০১৫ সালে। কিন্তু সেটা কোনো আইন নয়। তাই তাদের বেতন, কর্ম পরিবেশ, কর্ম ঘণ্টা, বয়স, নিয়োগ কোনো কিছুই আইনের আওতায় হয় না। তাদের ট্রেড ইউনিয়ন করারও কোনো অধিকার নেই। "বাংলাদেশ কর্মজীবী নারী„ নামের সংগঠনটিও গৃহ শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করে। সংগঠনের সমন্বয়কারী নার্গিস আক্তার নীলা বলেন," গৃহশ্রমিকেরা নির্যাতনের শিকার হন গৃহ মালিকের বাড়িতে। সেখানে সে একা থাকে। তাই সে নির্যাতনের প্রতিবাদও করতে পারে না। আর মামলা হলে তার পক্ষে সে নিজে ছাড়া আর কোনো

সাক্ষীও থাকে না। ফলে এখানে নির্যাতন বেশি। যেমন পোশাক কর্মীরা এক সঙ্গে কাজ করেন। তাই তারা প্রতিবাদ করতে পারেন।„ আবুল হোসেন মনে করেন," রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা না পেলে গৃহশ্রমিকদের বিচার পাওয়া খুবই কঠিন। তাই তাদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আইনি সহায়তা এবং অন্যান্য প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।„ প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছরের মধ্যে একটি মাত্র মামলায় বিচারের উদাহরণ আছে। ২০১৩ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর ১১ বছরের শিশু গৃহকর্মী আদুরিকে নির্যাতন করে ঢাকার পল্লবীর ডিওএইচএস এলাকার একটি ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া হয়। এ ঘটনায় গৃহকর্ত্রী নওরীন জাহান ও তার মা ইশরাত জাহানকে তখন গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আদালতে অভিযোগ প্রমাণ হলে ঘটনার চার বছর পর ২০১৭ সালে ১৮ জুলাই নওরীন জাহানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানা করেন আদালত। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৪.০২.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

দ্রব্যমূল্যে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে বিএনপি মদদ দিচ্ছে: ওবায়দুল কাদের

দ্রব্যমূল্যে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে মজুদদার সিন্ডিকেটদের বিএনপি পৃষ্ঠপোষকতা ও মদদ দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। শনিবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় সেতুমন্ত্রী আরো বলেন আওয়ামী লীগ ব্যবসা করতে আসেনি। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার হাল ছেড়ে দিয়েছে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। বিএনপি এখন হতাশায় ডুবে আছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আরো বলেন নির্বাচন বয়কট করাই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় ভুল। উপজেলা নির্বাচন নিয়েও তাদের দ্বিধা দ্বন্দ্ব রয়েছে। তবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তাদের নেতারা উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেবে।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৪.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

বিএনপি'র সাথে বৈঠক করেছে ঢাকা সফররত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল

বিএনপির সাথে বৈঠক করেছে ঢাকা সফররত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল। শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে মার্কিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিএনপি'র ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাড়াও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে তিন দিনের সফরে আজ ঢাকায় আসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলটি। প্রতিনিধি দলটিতে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সিনিয়র ডিরেক্টর আইলিন লাউবাকার, ইউএসএ এএইটির এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর অ্যাসিস্ট্যান্ট এডমিনিস্ট্রেটর মাইকেল শিফার এবং ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আক্তার। সফরকালে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের পারস্পরিক স্বার্থের অগ্রগতির জন্য কুটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন তারা। এছাড়া তরুণ অ্যাক্টিভিস, সুশীল সমাজ, শ্রম ও সংগঠন এবং মুক্ত গণমাধ্যমের বিকাশে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে তাদের।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫: ২৪.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ভরাডুবি না হলে সব কিছু মেনে নিতেন: রওশন এরশাদ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ভরাডুবি না হলে সব কিছু মেনে নিতেন বলে মন্তব্য করেছেন দলটির একাংশের চেয়ারম্যান রওশন এরশাদ। তিনি বলেন অনেকে প্রশ্ন করেন কেন আমি নির্বাচনে অংশ নিলাম না। জাতীয় পার্টির অনেক নিবেদিত প্রাণ নেতা যাদের ভোটে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এমন প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়া হয়নি। তাদের বাদ দিয়ে তো আমি নির্বাচন করতে পারি না। জাতীয় পার্টিকে ধ্বংসের শেষ সীমানায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। শনিবার রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারসে আয়োজিত বর্ধিত সভায় এসব কথা বলেন রওশন এরশাদ। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৪.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

কয়েকটি দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণ পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছে ভারত

পেঁয়াজের উপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ব্যতিক্রম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ভারত সরকার। কয়েকটি দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যটি রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছে তারা। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ, মরিশাস, বাহরাইন ও ভুটানের কাছে মোট ৫৪ হাজার ৭০৭ টন পেঁয়াজ বিক্রি করবে দেশটি। ভারতের শীর্ষস্থানীয় সংবাদ মাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এর এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। এতে বলা হয় ভোক্তা বিষয়ক সচিব রোহিত কুমার সিং বলেছেন বাংলাদেশে ৫০ হাজার টন পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছে তারা। এছাড়া মরিশাসে ১২শো, বাহরাইনে ৩ হাজার এবং ভুটানের কাছে ৫০৭ টন বিক্রির অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে বেসরকারি বাণিজ্যের মাধ্যমে পেঁয়াজের এ চালান পাঠানো হবে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৪.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

রাজধানীর মণিপুর এলাকায় একটি বাসার পানির ট্যাংকিতে পড়ে আবির নামের এক শিশুর মৃত্যু

রাজধানীর মিরপুর-২ নম্বরের পশ্চিম মনিপুর এলাকার একটি বাসার পানির ট্যাংক থেকে আবির নামের দুই বছর বয়সের এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে এই ঘটনা ঘটে। শিশুটির পরিবারের অভিযোগ পানির ট্যাংকের ঢাকনা না থাকায় তাতে তাদের সন্তান পড়ে যায়। এর আগেও বাসার সামনে খেলতে গিয়ে একই বাসার পানির ট্যাংকিতে পড়ে গিয়েছিল আবির। তখন আবিরকে তার মা তুলে এনেছিল। এ বিষয়ে সার্বিক তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে গিয়ে মিরপুর থানার ওসি সাংবাদিকদের জানান বাড়ির মালিকের গাফিলতির কারণে তাদের সন্তান মারা গেছে বলে অভিযোগ করেছে পরিবার। (রেডিও টুডে:৮৪৫ ঘ. ২৪.০২.২০২৪ আসাদ)

বাংলায় রায় দিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

বাংলায় রায় দিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সুপ্রিম কোর্ট আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন `৭৫ এর পর ক্ষমতা জনগণ নয়, ক্যান্টনমেন্টে বন্দী হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সংবিধানকে কাটা ছেঁড়া করা হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন সংবিধান লংঘন করে ক্ষমতা দখল যে অসংবিধানিক এবং অসাংবিধানিক ও অনির্বাচিত কেউ ক্ষমতায় থাকতে পারে না সেটা অবৈধ। উচ্চ আদালত তার রায়ে সসেই ঘোষণা জারি করে বাংলাদেশের আদালত জনগণকে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ করে দিয়েছে। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৪.০২.২০২৪ আসাদ)

বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হলে দাম সমন্বয় করতে হবে : ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিদ্যুতে আমাদের যথেষ্ট ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। এই ভর্তুকি আমরা সমন্বয় করতে চাই। বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করতে হলে সমন্বয় করতে হবে। আজ শনিবার দুপুরে ধানমণ্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিং এ কথা বলেন ওবায়দুল কাদের। এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি এখন হতাশায় ডুবে আছে। নির্বাচন বয়কট করা তাদের সবচেয়ে বড় ভুল। উপজেলা নির্বাচন নিয়েও তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলছে। বলেন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তাদের নেতারা উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেবে। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৪.০২.২০২৪ আসাদ)

জনবিচ্ছিন্ন সরকার জোড়া তালি দিয়ে মসনদ রক্ষায় ব্যস্ত : রিজভী

সরকারকে জনবিচ্ছিন্ন উল্লেখ করে বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন সরকার জনবিচ্ছিন্ন হওয়ায় জোড়াতালি দিয়ে মসনদ রক্ষায় ব্যস্ত। সিন্ডিকেট করে নিত্য পণ্যের দাম বাড়ানো ব্যবসায়ীরা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। শনিবার রাজধানীর নয়াপল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনের তিনি এসব কথা বলেন। নিজের দায় বিএনপি'র উপর চাপানো আওয়ামী লীগের পুরনো অভ্যাস মন্তব্য করে রিজভী বলেন লুটপাটকারীরা সরকারের লোক বলেই টাকা পাচার হয়, নিত্য পণ্যের দাম বাড়ে কিন্তু সরকার নির্বিকার। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৪.০২.২০২৪ আসাদ)

জাতীয় পার্টি একটি গৃহপালিত দল : জিএম কাদের

জাতীয় পার্টিকে গৃহপালিত দল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন খোদ পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। শনিবার সকালে রাজধানীর বনানী কার্যালয়ে নিজের জন্মদিনে তিনি এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন সরকার জাতীয় পার্টির মধ্যে নিজেদের এজেন্ট ঢুকিয়ে দলকে দুর্বল করে ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হাসিলের ষড়যন্ত্র করছেন। এ সময় তিনি আরো বলেন গৃহপালিত নয়, জাতীয় পার্টি দরকার হলে পরজীবী হয়ে বেঁচে থাকবে।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৪.০২.২০২৪ আসাদ)

৩দিনব্যাপী বাংলাদেশ সফরে ঢাকা পৌঁছেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিনিধি দল

তিন দিনব্যাপী বাংলাদেশ সফরের অংশ হিসেবে ঢাকায় পৌঁছেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট ও এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের প্রতিনিধি দল। বিমান থেকে অবতরণের পর প্রতিনিধি দলকেস্বাগত জানিয়েছে ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। শনিবার ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ঢাকায় আসে এই প্রতিনিধি দল। দলটি ২৬শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অবস্থান করবে ঢাকায়। প্রতিনিধির দলের সদস্যরা হলেন রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের ডিরেক্টর আইলিন লাউবাকার, ইউএসএআইডির এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মাইকেল শিফার এবং ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট এর দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আক্তার। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে পারস্পারিক স্বার্থের অগ্রগতির জন্য কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন তারা। সফরকালে তরুণ অ্যাক্টিভিস্ট, সুশীল সমাজ, শ্রম সংগঠক ও মুক্ত গণমাধ্যমে বিকাশে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা রয়েছে তাদের। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৪.০২.২০২৪ আসাদ)

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ময়লাবাহি গাড়ির ধাক্কায় এক নারী পোশাক শ্রমিক নিহত

গাজীপুর সিটি করপোরেশনে ময়লাবাহি গাড়ির চাপায় এক নারী পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছে। শনিবার সকালে কুনিয়া বড়বাড়ি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এ খবর পেয়ে বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। এতে প্রায় তিন ঘন্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। উত্তেজিত শ্রমিকরা বিভিন্ন যানবাহন ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগ করেছেন বলে জানা গেছে। গাজীপুর মেট্রোপলিটনের গাছা থানার উপ পরিদর্শক সাখাওয়াত হোসেন সংবাদ মাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৪.০২.২০২৪ আসাদ)

নরসিংদীর পলাশে দুই বাসের সংঘর্ষে দুই বাসের চালক নিহত

নরসিংদী-টঙ্গি সড়কে যাত্রীবাহী বাস ও কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই পরিবহনের চালক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরো ছয় যাত্রী। শনিবার ভোর চারটার দিকে পলাশ উপজেলা নরসিংদী-ঘোড়াশাল-টঙ্গী সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘোড়াশাল পুলিশ ফাঁড়ির এসআই মোঃ নাঈমুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ.২৪.০২.২০২৪ আসাদ)

কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার একটি বাড়ি থেকে এক দম্পতির লাশ উদ্ধার

কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার একটি বাড়ি থেকে এক দম্পত্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়ারা পচা গন্ধ পেয়ে খবর দিলে পুলিশ দরজা ভেঙে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে। পুলিশের ধারণা ৩-৪ দিন আগে স্ত্রীকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার পর ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছেন স্বামী। শুক্রবার রাত ৯টায় চান্দিনা পৌরসভার বাড়ির চরগ্রাম থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছেন চান্দিনা থানার পুলিশ পরিদর্শক মীর রেজাউল ইসলাম। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৪.০২.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

দেশের মানুষের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমি চাই, আমার দেশের মানুষ ন্যায়বিচার পাবে। আমাদের মতো যেন বিচারহীনতায় তাদের কষ্ট পেতে না হয়। তারা যেন ন্যায়বিচার পায় এবং দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুনিশ্চিত হয়। বাংলাদেশ যেন এগিয়ে চলে এবং ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব যেন চিরস্থায়ী হয়। শনিবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে `দক্ষিণ এশিয়ার একবিংশ শতাব্দীর সাংবিধানিক আদালত: ভারত-বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের নেওয়া নানান উদ্যোগ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সরকারে আসার পর থেকে মানুষ যাতে ন্যায়বিচার পায়, তার জন্য আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করি। শেখ হাসিনা বলেন, মানবাধিকারের কথা শুনি, ন্যায়বিচারের কথা শুনি। সেই ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার কি আমাদের ছিল না? আমি অনেকবারই হাইকোর্টে গিয়েছি, অনেক অনুষ্ঠানে গেছি। আমি যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করি, আমি বারবার এ প্রশ্নটাই করেছি, বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। আমরা বিচার পাবো না? প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতিটা হচ্ছে, সেটা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলে এবং একটা স্থিতিশীল পরিবেশ আছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আজকে এটা প্রমাণিত সত্য যে, মানুষের জীবনে ন্যায়বিচার প্রাপ্তি, আর্থ-সামাজিক উন্নতি, এটা একমাত্র হতে পরে যখন মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার সুযোগ হয় এবং দেশটা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে। আওয়ামী লীগ সরকারই বিচার বিভাগ ও নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করেছে বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সংবিধানে তো বিচার পাওয়ার অধিকার সকলেরই আছে কিন্তু সেখানে আমাদের প্রশ্ন যে, আমরা কি অপরাধ করেছিলাম? ১৯৮১ সালের আগে ছয় বছর আমাকে প্রবাসে থাকতে হয়, কারণ তখনকার মিলিটারি ডিকটেটর আমাকে আসতে দেবে না দেশে। রেহানাকেও আসতে দেবে না এবং তার পাসপোর্টটাও রিনিউ করতে দেয়নি। তিনি বলেন, সে অবস্থায় আমাকে যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি আমার অবর্তমানে নির্বাচিত করা হয়, এক রকম জোর করে, জনগণের সমর্থন নিয়েই আমি দেশে ফিরে আসি। আমি যখন আমার বাবা-মা, ভাইয়ের হত্যার বিচারের জন্য মামলা করতে যাই, সেখানে মামলা করা যাবে না। ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স দিয়ে খুনীদের বিচারের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এটা কেমন ধরনের কথা? সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভারতের প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড় (ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়) এবং বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৪.০২.২০২৪ রিহাব)

ভারতীয় পেঁয়াজ রোজার আগেই বাজারে ঢুকবে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা বলেছিলাম দ্রব্যমূল্য যেন মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে, সেটি আমাদের প্রায়োরিটি বা অগ্রাধিকার। এই সরকারের যাত্রার শুরু থেকে সেই অগ্রাধিকার নিয়ে আমরা

কাজ করছি এবং বাজারের অসাধু সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সরকার সব রকম ব্যবস্থা নেবে। তিনি বলেন, ভারত থেকে ৫০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ দেশে আসছে। রোজার আগেই কিছু পেঁয়াজ বাজারে ঢুকবে, কাজেই বাজার মোটামুটি স্থিতিশীল। শনিবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবন প্রাঙ্গণের এলডি হল চত্বরে `রাঙ্গুনিয়া সমিতি, ঢাকা, আয়োজিত সংবর্ধনা, মেজবান ও মিলনমেলা-২০২৪, এ প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাজারের অসাধু লোভাতুর সিন্ডিকেট কারণে-অকারণে নানা অজুহাতে বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়ায়। আমরা দেখেছি, একটি কোল্ড স্টোরেজের ভেতর থেকে দেড় লাখ ডিম উদ্ধার করা হয়েছে। অতীতে পেঁয়াজের সংকট তৈরি করা হয়েছিল। আবার যখন বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করা হলো, বাজারে পেঁয়াজ সয়লাব হয়ে গেলো, তখন স্টোরেজ থেকে জমিয়ে রাখা পচা পেঁয়াজ ফেলে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আমাদের সরকার সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আওয়ামী লীগের এ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, যারা সরকারকে টেনে নামাতে চায়, এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে তারাও যে যুক্ত, সেটিও সঠিক। তবে আপনারা দেখছেন, বাজার মোটামুটি স্থিতিশীল আছে। তিনি বলেন, কেবল পাইকারি বিক্রেতা না, খুচরা বিক্রিতাদের মধ্যেও একটু বেশি মুনাফা করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আমরা এটির বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন হতে বলেছি। সরকারও সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেবে।

`বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম খান বলেছেন বর্তমান সরকার পরিবর্তন হবেই, -এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী- জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সরকার তো অবশ্যই পাঁচ বছর পর পরিবর্তন হবে। তখন দেশে নির্বাচন হবে, তারপর নতুন সরকার গঠন করা হবে। আশা করি জনগণের ভোটে সেই সরকারেরও প্রধান হবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর আগে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ রাঙ্গুনিয়া সমিতি, ঢাকার সেবামূলক কার্যক্রম ও বিভিন্ন নিয়মিত আয়োজনের প্রশংসা করেন। রাঙ্গুনিয়া সমিতি, ঢাকার সভাপতি মো. গিয়াস উদ্দিন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের হুইপ সাইমুম সরওয়ার কমল, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, চট্টগ্রাম সমিতি, ঢাকার সভাপতি মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার উজ্জ্বল মল্লিক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে সমিতির নেতারা রাঙ্গুনিয়ার সন্তান চট্টগ্রাম-৭ আসনের সংসদ সদস্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের হাতে সংবর্ধনা স্মারক তুলে দেন। পরে আয়োজক ও অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে সমিতির `গুমাই, স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন মন্ত্রী। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৪.০২.২০২৪ রিহাব)

শিক্ষাঙ্গনে কোনো বাণিজ্য হতে পারে না: নাছিম

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেছেন, ২১ এর চেতনায় বাংলাদেশকে আমরা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালনা করতে চাই। তরুণদের সমাজের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিক্ষাঙ্গনে কোনো বাণিজ্য হতে পারে না। শনিবার ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে আরামবাগ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমরা চাই আমাদের সন্তানরা মাদক, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠুক। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হবে সম্পূর্ণরূপে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে। শিক্ষাঙ্গনে কোনো বাণিজ্য হতে পারে না। শিক্ষাঙ্গন হবে পবিত্র। আমাদের শুদ্ধ মন ও বিবেকবোধ নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে। আমাদের শিক্ষার্থীরা আমাদের দেখে শিখবে। তিনি বলেন, আমরা বীর বাঙালিরাই রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে আমাদের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি এবং সমগ্র বিশ্বে ও বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষকে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছে। যে কারণে জাতিসংঘের ইউনেস্কো আমাদের এই মাতৃভাষা দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা আমাদের উজ্জীবিত করে এবং সম্মানিত করে। জাতিসংঘে এখন ৮টি ভাষা প্রচলিত আছে। আমাদের সরকার বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে।

নাছিম বলেন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বসভায় জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। উন্নয়ন কন্যা হিসেবে, মানবতার মা হিসেবে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমে যে দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দেশরত্ন শেখ হাসিনা দিয়েছেন তা বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের মর্যাদাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। আমরা হবো উন্নত ও আত্মনির্ভরশীল দেশ। আমরা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিলে আমাদের দেশকে বিশ্বসভায় তুলে ধরবো। আরামবাগ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনাদের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতার আগে থেকেই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সবাই অনেক দাবি রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি এতদিন কেন সরকারি হলো না নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো গভীর কারণ রয়েছে। এই গভীর কারণটি কী সেটি আমি দেখব। আমি অগ্রভাগে থেকে সবাইকে নিয়ে চেষ্টা চালাবো। এ দায়িত্ব আমি নিলাম। সরকারি না হওয়ার কারণ কী, সমস্যাটা কোথায়, সেটি খুঁজে বের করে এর সমাধান করার মাধ্যমে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আমরা তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও মর্যাদায় এগিয়ে নিয়ে যাব। আরামবাগ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের

অধ্যক্ষ খান মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাহাউদ্দিন নাছিমের সহধর্মিণী ডা. সুলতানা শামীমা চৌধুরী, সাবেক এমপি রওশনা আরা মান্নান, ৯নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. মোজাম্মেল হক, সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর মিনু রহমানসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৪.০২.২০২৪ রিহাব)

অবৈধ মজুতদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে

রমজান উপলক্ষে যারা অবৈধভাবে নিত্যপণ্য মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। শনিবার ২৪ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর মধুবাগে শেরেবাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অবৈধভাবে যারা নিত্যপণ্য মজুত করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী সেই অনুযায়ী কাজ করছে। রাজনৈতিক এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আন্দোলনের জন্য দল গুছিয়ে বিএনপির লাভ নেই। মানুষ তাদের সঙ্গে নেই। এ দেশের মানুষ আগুনসন্ত্রাস-জঙ্গিবাদকে পছন্দ করে না। আন্দোলনের নামে বিএনপি যদি ২৮ অক্টোবরের মতো নাশকতার চেষ্টা করে তাহলে কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

বিএনপির নেতাকর্মীরা জামিনের বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, জামিন আমাদের হাতে নেই, জামিন আদালতের বিষয়। তারা (বিএনপি) যদি আবারও অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর চালায় তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যা যা করার দরকার তাই করা হবে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৪.০২.২০২৪ রিহাব)

বাংলাদেশে আসছেন বিশ্বব্যাংকের এমডি

ঝটিকা সফরে বাংলাদেশ সফরে আসছেন বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যানা বেজার্ড। বাংলাদেশে এটিই তার প্রথম সরকারি সফর। একদিনের সফরে তিনি আজ শনিবার ২৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পর ঢাকায় পৌঁছাবেন বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস জানায়, অ্যানা বেজার্ড বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি খাতের নেতাদের সঙ্গে দেখা করবেন। তার সঙ্গে থাকবেন দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন রাইসার। সংস্থাটি আরও জানায়, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে সহায়তাকারী প্রথম উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে বিশ্বব্যাংক ছিল অন্যতম। দেশ স্বাধীনের পর বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে ৪১ বিলিয়নের বেশি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই ঋণের বেশিরভাগই অনুদান বা রেয়াতি ঋণ। বাংলাদেশে বর্তমানে বিশ্বব্যাংক গ্রুপের ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ) দ্বারা সমর্থিত বৃহত্তম চলমান কর্মসূচি রয়েছে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৪.০২.২০২৪ রিহাব)

নির্বাচনে জাপার ভরাডুবি না হলে সব মেনে নিতাম : রওশন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির (জাপা) ভরাডুবি না হলে `সবকিছু মেনে নিতেন, বলে মন্তব্য করেছেন দলটির একাংশের চেয়ারম্যান রওশন এরশাদ। তিনি বলেন, `অনেকে প্রশ্ন করেন, কেন আমি নির্বাচনে অংশ নিলাম না। জাতীয় পার্টির অনেক নিবেদিতপ্রাণ নেতা, যাদের ভোটে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল- এমন প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। তাদের বাদ দিয়ে তো আমি নির্বাচন করতে পারি না। আমার ছেলের আসনও যদি কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে ছেলেকে ফেলে রেখে নির্বাচনে যেতে পারি না।, রওশান এরশাদ বলেন, `তারপরও আমি সব কিছু মেনে নিতে পারতাম, যদি নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ভরাডুবি না হতো। জাতীয় পার্টিকে ধ্বংসের শেষ সীমানায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এটা আমি কীভাবে মেনে নেবো?, শনিবার ২৪ ফেব্রুয়ারি বিকেলে রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে আয়োজিত বর্ধিত সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জাপাকে উদ্ধারের জন্য উদ্যোগ নেওয়ায় তার পক্ষের নেতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে রওশন বলেন, `পার্টির অগণিত নেতাকর্মীর একান্ত দাবির মুখে আমি জাতীয় পার্টির চেয়াম্যানের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়েছি। আজ আপনারা আমার দায়িত্বগ্রহণকে অনুমোদন দিয়েছেন। আপনারাই জাতীয় পার্টির সব ক্ষমতার উৎস। আপনারা যেভাবে চাইবেন, পার্টি সেভাবেই পরিচালিত হবে।,

জাতীয় পার্টিতে পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক চর্চা হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, `এজন্য আগামী ৯ মার্চ জাতীয় পার্টির দশম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এ সম্মেলনের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র হতে পারে। কোনো ষড়যন্ত্র, বিভ্রান্তিতে আপনারা কান দেবেন না। ৯ মার্চের সম্মেলন সফল করার সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সম্মেলনের জন্য আমরা রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বরাদ্দ পেয়েছি। আমরা পুলিশ প্রশাসনের অনুমতিও পেয়েছি। আপনারা ৯ মার্চ সকাল ১০টার মধ্যে কাউন্সিলর ও ডেলিগেটদের নিয়ে উপস্থিত হবেন। ওইদিন আপনারাই জাতীয় পার্টির নেতৃত্ব নির্বাচিত করবেন।,

জি এম কাদেরপন্থিরা জাপা থেকে এরশাদের স্মৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা করছেন অভিযোগ তুলে রওশন এরশাদ বলেন, `পল্লিবন্ধুর নীতি-আদর্শ, তার চেতনা-প্রেরণা, তার ভাবমূর্তি হচ্ছে জাতীয় পার্টির অস্তিত্ব। সেই অস্তিত্ব যারা মুছে দিতে চান, তারা জাতীয় পার্টির পরিচয় দেওয়ার অধিকার রাখেন না। এবারের নির্বাচনী ইশতেহারের মলাট থেকে পল্লিবন্ধুর

ছবি মুছে ফেলা হয়েছে। জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠার পর এবারের নির্বাচনে পার্টির প্রার্থীদের পোস্টারে পল্লিবন্ধুর ছবি রাখতে দেওয়া হয়নি। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী তার নির্বাচনী পোস্টারে বঙ্গবন্ধুর ছবি রেখেছেন। অথচ জাতীর পার্টির চেয়ারম্যানের পোস্টারে পল্লিবন্ধুর ছবি জায়গা পায়নি। এটা জাতীয় পার্টির অগণিত নেতাকর্মীর মনে আঘাত দিয়েছে। তারা ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন।,

দেশের অর্থনীতিতে অশনিসংকেত দেখা দিয়েছে বলেও মনে করেন রওশন এরশাদ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, `দেশে নির্বাচন হয়ে গেছে। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা অশনিসংকেত দেখতে পাচ্ছি। সরকার যদি তা মোকাবিলা করতে না পারে, তাহলে বড় বিপর্যয় নেমে আসবে।, সাবেক এ বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেন, `সামনে রমজান। দ্রব্যমূল্য এখনই সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। অসাধু ব্যবসায়ীরা রমজান সামনে রেখে ওঁত পেতে বসে আছে। এখন সরকারের প্রধান কাজ হবে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভেজালবিরোধী অভিযান জোরদার করতে হবে।,

তিনি আরও বলেন, `দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। বেকার সমস্যা সমাধানের দিকে সরকারকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের যুবকরা কাজের সন্ধানে অবৈধপথে বিদেশে পাড়ি দিতে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারায়, এটা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না।, অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাপার রওশনপন্থি অংশের মহাসচিব কাজী মামুনুর রশীদ, ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক সফিকুল ইসলাম সেন্টু প্রমুখ।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৪.০২.২০২৪ রিহাব)

বিদ্যুৎ সুবিধা বজায় রাখতে সমন্বয় করতে হবে : কাদের

বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। এ বিষয়ে তিনি বলেন, বিদ্যুতে যথেষ্ট ভর্তুকি দিতে হচ্ছে সরকারকে। এই ভর্তুকি ধীরে ধীরে কমাতে চাই। সে কারণে সমন্বয় করাটা জরুরি হয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধা যদি বজায় রাখতে চাই, তাহলে আমাদের সমন্বয় করতে হবে। শনিবার ২৪ ফেব্রুয়ারি দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন সেতুমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে দিনে ১৮ ঘণ্টা লোডশেডিং হতো। আর বিদ্যুতের দাম পাঁচ বছরে তারা ৯ বার বাড়িয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকার শতভাগ বিদ্যুৎ দিয়েছে। শেখ হাসিনার সরকারের আমলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৯ হাজার ৭০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের বিষয়ে ওবায়দুল কাদের দাবি করেন, অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে বিএনপি সিন্ডিকেট লালন-পালন করেছ এবং মজুতদারদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। মন্ত্রী বলেন, বিএনপি সরকার ছিল ব্যবসায়ী সরকার। আর আওয়ামী লীগ ব্যবসা করতে আসেনি। এখানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার হাল ছেড়ে দিয়েছে- এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। যে অশুভ চক্র দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে জনঅসন্তোষের কারণ সৃষ্টি করছে, তাদের কোনো অবস্থায়ই ছাড় দেওয়া হবে না। প্রধানমন্ত্রী নিজেই জোরালোভাবে সেটি বলেছেন। `বিএনপি গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবে এবং আন্দোলনে সরকারের পতন অবশ্যই হবে,- বিএনপির এক নেতার এমন মন্তব্যের বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, এখন প্রশ্ন হচ্ছে দেশে একটা নির্বাচন হয়ে গেলো। তারা নির্বাচনে অংশ নেয়নি। আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসের মহড়া দিয়েছে। আগুন সন্ত্রাস করেছে। কত ভয়ংকর বিএনপি হতে পারে সেটা তারা করে দেখিয়েছে। জনগণের সম্পৃক্ততা ছিল না বলে অতীতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

বিএনপি একসময় তাদের ভুল স্বীকার করবে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, নির্বাচনে না আসাটা বিএনপির সবচেয়ে বড় ভুল ছিল। এখন তারা উপলব্ধি করবে। উপজেলা নির্বাচনে বিএনপি দলগতভাবে অংশ না নিলেও তৃণমূল নেতারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় নির্বাচন করবে বলে জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেওয়া নিয়ে দলটির মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলছে। আমরা দলীয় প্রতীক দিয়ে নির্বাচন করছি না। এমন অবস্থায় স্বতন্ত্র পরিচয়ে বিএনপির অনেকে নির্বাচন করবে। দলীয়ভাবে যাই করুক, যারা তৃণমূলে আছেন তাদের অস্তিত্বের বিষয় আছে। তৃণমূলে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকার প্রশ্ন আছে। আমার ধারণা বিএনপির অনেকেই অংশ নেবে। অর্থনৈতিক সংকট আছে জানিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, এজন্য আমরা দায়ী নই। বিশ্বে যুদ্ধ যেভাবে প্রসারিত হচ্ছে, তাতে অর্থনীতির ওপর প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য যাতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে সে ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট তৎপরতায় কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন, তার আলোকে সবাই কাজ করছে। বিদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক এক মন্ত্রীর বিপুল অর্থ সম্পদ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, দুর্নীতি করে কেউ ছাড় পাবে না। তিনি মন্ত্রী হন আর যেই হোন। এসময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সেতুমন্ত্রী বলেন, এবার নির্বাচনে যত বেশি বিদেশি খেলা হয়েছে, তখনো ভারত আমাদের পাশে ছিল। এখানে শেখ হাসিনাকে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন কেন আসবে? বন্ধু বন্ধুর মতো থাকবে। সহযোগিতার অর্থ নিয়ন্ত্রণ নয়। পারস্পরিক সহযোগিতা, সমন্বয় এখন খুবই জরুরি। সংবাদ সম্মেলনে

উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, মির্জা আজমসহ কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতারা। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৪.০২.২০২৪ রিহাব)

শুল্ক কমালেও দফায় দফায় বাড়ছে খেজুরের দাম

আমদানি শুল্ক কমানো, বাজার তদারকিসহ সরকারের নানান উদ্যোগের পরও কমছে না খেজুরের দাম। গত বছরের তুলনায় বর্তমানে দেশের বাজারে খেজুরের দাম মানভেদে বেড়েছে ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ। আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ কমালেও বাজারে তার প্রভাব পড়ছে না। এখনো দফায় দফায় বাড়ছে দাম। শনিবার ২৪ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বেশ কয়েকটি পাইকারি ও খুচরা বাজার ঘুরে দেখা গেছে, সৌদি আরবের মেডজুল, মাবরুম, আজওয়া ও মরিয়ম খেজুরের দাম গত এক মাসের ব্যবধানে কেজিতে বেড়েছে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা। জাম্বো মেডজুল মানভেদে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে এক হাজার ৬০০ থেকে এক হাজার ৮০০ টাকা। সাধারণ মেডজুল এক হাজার ২৫০ থেকে এক হাজার ৪০০, মাবরুম খেজুর এক হাজার ১০০ থেকে এক হাজার ৫০০, আজওয়া খেজুর মানভেদে ৯০০ থেকে এক হাজার ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সবচেয়ে ভালো মানের মরিয়ম খেজুর বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৯০০ থেকে এক হাজার ১০০ টাকায়। এছাড়া কালমি মরিয়ম ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা, সুফরি মরিয়ম ৭৫০ থেকে ৮০০, আম্বার ও সাফাভি ৯০০ থেকে এক হাজার ২০০ ও সুক্কারি খেজুর বিক্রি হচ্ছে ৮০০ থেকে ৯০০ টাকায়। তবে পাড়া মহল্লার বাজার ও দোকানে এসব দামি খেজুর বিক্রি হচ্ছে আরও ৫০ থেকে ২০০ টাকা বেশি দরে। সাধারণ মানের খেজুরের মধ্যে খুচরায় বর্তমানে প্রতি কেজি গলা বা বাংলা খেজুর বিক্রি হচ্ছে ২৫০ টাকা, জাহিদি খেজুর ৩০০ থেকে ৩২০ ও মানভেদে দাবাস খেজুর ৪৫০ থেকে ৫৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া বরই খেজুর মানভেদে বিক্রি হচ্ছে ৪৪০ থেকে ৫৪০ টাকায়। পাইকারি বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০২৩ সালে রোজার আগে জাহেদি ব্র্যান্ডের খেজুরের দাম ছিল কার্টনপ্রতি (১০ কেজি) এক হাজার ২৫০ থেকে এক হাজার ৩০০ টাকা। চলতি বছরের দুই সপ্তাহ আগেও একই ব্র্যান্ডের খেজুরের দাম ছিল কার্টনপ্রতি এক হাজার ৮০০ টাকা।

এদিকে, গত ৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এক আদেশে খেজুরের আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশে আনার ঘোষণা দেয়। এর আগে খেজুর আমদানিতে মোট ৫৩ শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করতে হতো। ১০ শতাংশ কমানোর পর এখন যা দাঁড়িয়েছে ৪৩ শতাংশে। তবে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে খেজুরের শুল্কায়ন মূল্য প্রতি টন এক হাজার থেকে ২ হাজার ৭৫০ ডলার। এর সঙ্গে কাস্টমস ডিউটি ১৫ শতাংশ, রেগুলেটরি ডিউটি ৩ শতাংশ ও ভ্যাট ১৫ শতাংশ। পাশাপাশি অগ্রিম আয়কর ও অগ্রিম কর ৫ শতাংশ হারে দিতে হচ্ছে। এতে বর্তমানে সর্বমোট ৪৩ শতাংশ শুল্ক দিতে হচ্ছে। এর ফলে শুল্ক ১০ শতাংশ কমানোর পরও খুচরা বাজারে দামে খুব একটা প্রভাব ফেলছে না। ব্যবসায়ীরা জানান, গত রোজার আগে মানভেদে প্রতি কেজি খেজুরে শুল্ক দিতে হতো ৫ টাকা ৪৫ পয়সা থেকে ২১ টাকা ৮৪ পয়সা। এবার সে শুল্ক দাঁড়িয়েছে ৫৪ টাকা থেকে ২০৮ টাকা। মূলত শুল্কের প্রভাব পড়েছে খেজুরের দামে।

পাইকারি ও ট্রেডিং প্রতিষ্ঠানের দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, বর্তমানে প্রতি ৫ কেজির এক কার্টন মেডজুল খেজুর বিক্রি হচ্ছে ৬ হাজার টাকায়। গত বছর এ খেজুর বিক্রি হয় ৩ হাজার ৫০০ থেকে ৩ হাজার ৮০০ টাকায়। সাধারণ খোলা খেজুর ফেব্রুয়ারির শুরুতে কেজিপ্রতি পাইকারি দাম ছিল ১২৮ থেকে ১৩০ টাকা। বর্তমানে দাম বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ১৫০ থেকে ১৫৫ টাকায়।

আমদানিকারকরা জানান, গত ২৯ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে খেজুরসহ চার পণ্যের শুল্ক কমানোর নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। ওই বৈঠকের পর ব্যবসায়ীরা তড়িঘড়ি করে বিপুল পরিমাণ খেজুর আমদানি করে বন্দরে খালাস না করে রেখে দেন। কিন্তু ৮ ফেব্রুয়ারি শুল্ক কমানোর প্রজ্ঞাপন জারির পর ব্যবসায়ীরা আশানুরূপ খেজুর খালাস করেননি। এমনকি এরপর নতুন করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খেজুর আমদানিও করেননি ব্যবসায়ীরা।

সার্বিক বিষয়ে বাংলাদেশ ফ্রেশ ফ্রুটস ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেন, `প্রতি কেজি খেজুর ১১০ টাকায় কিনলে ১৪০ থেকে ১৫০ টাকা শুল্ক দিতে হয়। ১২০ টাকায় কিনলে শুল্ক দিতে হয় ২০৮ টাকা। গত বছর ৯০ টাকায় ডলার কিনতে পারতাম। এ বছর ১২০ থেকে ১২২ টাকা দিতে হচ্ছে। কাস্টমস থেকে অ্যাসেসমেন্ট ভ্যালু ইচ্ছেমতো করা হচ্ছে। এলসি যে মূল্যে খুলছি সে অনুযায়ী শুল্ক নির্ধারণ হলে খেজুরের দাম অর্ধেকে নেমে আসে। কিন্তু সেটা করা হচ্ছে না। এ কারণে বন্দর থেকে অনেক খেজুর খালাস করছেন না ব্যবসায়ীরা। ,যদিও ১০ শতাংশ শুল্ক কমানো হয়েছে। তবে ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে খেজুরের দামে শুল্ক কমানোর প্রভাব পড়বে না বলে জানিয়েছেন এ ব্যবসায়ী। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৪.০২.২০২৪ রিহাব)

ভাসানচরে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৯

নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নারী-শিশুসহ ৯ জন দগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে সাতজনকে পাঠানো হয়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। শনিবার ২৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টার দিকে ক্যাম্পের ৮১নং ক্লাস্টারে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। জাগো নিউজকে এ তথ্য জানিয়েছেন ভাসানচর থানার

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি কাওসার আলম ভুঁইয়া। আহতরা হলেন ৮১নং ক্লাস্টারের সফি আলমের মেয়ে মোবাশ্বেরা (৩), আবদুল হাকিমের ছেলে বশির উল্যাহ (১৫), আবদুর শুক্কুরের মেয়ে রশিদা (৩), আজিজুল হকের মেয়ে জোবায়েদা (১১), আমেনা খাতুন (২৪), মোহাম্মদ তৈয়বের ছেলে সফি (১২), সফি আলমের ছেলে রবিউল (৫), আজিজুল হকের ছেলে সোহেল (৫) ও তার ছেলে রাসেল (৩)। ওসি কাওসার আলম ভুঁইয়া জানান, সকালে ক্যাম্পের ৮১ নং ক্লাস্টারের আব্দুর শুকুরের কক্ষের বারান্দায় থাকা গ্যাসের সিলিন্ডার লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ হয়। এতে পাঁচ শিশুসহ ৯ জন আহত হন। পরে অন্য ক্লাস্টারের বাসিন্দারা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। প্রথমে ৯ অগ্নিদগ্ধকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর তাদের মধ্যে সাতজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৪.০২.২০২৪ রিহাব)

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে সরকার : রিজভী

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে প্রধানমন্ত্রী `মিথ্যাচার, করছেন বলে মন্তব্য করেছেন রুহুল কবির রিজভী। শনিবার ২৪ ফেব্রুয়ারি দুপুরে নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, `ডামি নির্বাচনের সিন্ডিকেট সরকার উদ্ভট কথাবার্তা বলে জনগনকে বিভ্রান্ত করছে। সম্পূর্ণভাবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সরকার এখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির দায়ও চাপাচ্ছে বিএনপির ওপরে। গতকাল গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেছেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সরকার উৎখাতে আন্দোলকারীদের... তাদেরও কিছু কারসাজি আছে। উনার এই ধরনের কথা বলার অর্থ তার স্বেচ্ছাতন্ত্র পঁচে-গলে বিকৃত হয়ে গেছে। তাই মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা, অসত্য, বানোয়াট, ভিত্তিহীন কথা বলা ছাড়া শেখ হাসিনার আর কোনো পূঁজি নেই...। এ সমস্ত বক্তব্য বিকারগ্রস্ত মনেরই বহিঃপ্রকাশ... এ কারণে হাস্যকর মিথ্যাচার করছেন। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন দ্রব্যমূল্য বেড়েছে সীমাহীন।,

রিজভী বলেন, `নিজেদের ব্যর্থতা-লুটপাট, চুরি-চামারি আর সেই অপকর্মের দায় নির্লজ্জের মতো বিএনপির ঘাড়ে চাঁপিয়ে দেওয়ার অভ্যাস তাদের পুরোনো... এই বৈশিষ্ট্য পাড়া-মহল্লায় বখাটেদের মতো। দ্রব্যমূল্যের ঊধর্বগতিতে সাধারণ মানুষের প্রাণ বাঁচানো দায়। ডামি সরকার লোক দেখানো হাঁকডাঁক দিলেও বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। বাজারের নিয়ন্ত্রকরাই এখন সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রতিটি পণ্যের দাম যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ...এই অবস্থায় নিম্নআয়ের শুধু নয় মধ্যবিত্তরাও চরমভাবে অসহায় হয়ে পড়েছে। চাল-ডাল-তেল-পেঁয়াজ-মুরগি-রসুনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারছেনা মানুষ। আর খাশির মাংস-গরুর মাংস তো এখন একেবারে আকাশের দূরের নক্ষত্রে পরিণত হতে চলছে।, তিনি বলেন, `উনার এমন সম্পদ বোধ হয় অনেক আছে... মানুষ নানা কথা বলে। কিন্তু রাজনীতির যে নৈতিকতা বা রাজনীতির যে একটা ইতিবাচক যে সম্পদ...সত্য কথা বলা, সুশাসন দেওয়া, গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এই পূঁজি তার শেষ হয়ে গেছে। এমনি বৈষয়িক পূঁজি বিভিন্ন জায়গায় নানা কথা প্রচলিত আছে যে সরকার প্রধান এবং মন্ত্রীদের সম্পদ... এক এমপির যে ২০০ মিলিয়ন ডলারের যে সম্পদ পাওয়া গেছে ইংল্যান্ডে... ২৬০টা বাড়ি...চিন্তা করা যায়! এটা তো এখন বাংলাদেশের গণমাধ্যমে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিখ্যাত গণমাধ্যমে এই সম্পদের কাহিনী... এটা তো একেবারে কি বলবো... আলাদিনের যে কাহিনী, আরব্য ঔপন্যাসের যে কাহিনীকেও এটা হার মানাচ্ছে।,

কারাবন্দি দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব গুরুতর অসুস্থ হলেও কারাগারে তার চিকিৎসা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন রিজভী। তিনি বলেন, `তার অবস্থা গুরুতর। কারাগারে তার চিকিৎসা হচ্ছে না, তাকে উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ দেওয়া হচ্ছে না। তিনি হাঁটতেও পারছেন না। আমি অবিলম্বে তার সুচিকিৎসার আহবান জানাচ্ছি। আপনারা জানেন, হাবিবুর রহমান হাবিবের মতো গুরুতর অসুস্থ ও নির্যাতন ভোগ করে এরই মধ্যে ১৫জন নেতাকর্মীকে ধুকে ধুকে পৃথিবীর অপর প্রান্তে পাঠিয়ে দিয়েছে এই সরকার ও সরকারের কারা কর্তৃপক্ষ।, সংবাদ ব্রিফিংয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য অধ্যাপিকা সাহিদা রফিক, অধ্যাপক মামুন আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুস সালাম আজাদ, কেন্দ্রীয় নেতা এম এ মালেক, মুনির হোসেন, সাইয়েদুল আলম বাবুল, আমিনুল ইসলাম, তারিকুল আলম তেনজিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৪.০২.২০২৪ রিহাব)

পশুর নদীতে কয়লাবোঝাই কার্গো জাহাজডুবি

মোংলা বন্দরের পশুর নদীতে ৯৫০ মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে এমভি ইশরা মাহমুদ নামের একটি কার্গো জাহাজ ডুবে গেছে। এ সময় ওই জাহাজে থাকা ১১ জন স্টাফ-কর্মচারী সাঁতরে কূলে ওঠেন। অতিরিক্ত ড্রাফটের (ধারণক্ষমতার বেশি বোঝাই) কারণে ফাটল ধরে পানি ঢুকে ধীরে ধীরে ডুবতে থাকে কার্গোটি। ডুবে যাওয়া জাহাজটি থেকে সঙ্গে সঙ্গেই কয়লা অপসারণের কাজ শুরু হয়েছে। এদিকে কার্গোটি বন্দরের মূল চ্যানেলের (পশুর নদীর) অনেক বাইরে চরে ডোবায় চ্যানেল নিরাপদ ও দেশি-বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজ এবং সকল ধরনের নৌযান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

ডুবন্ত কার্গো জাহাজের মাস্টার কাজী কামরুল ইসলাম জানান, মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের হাড়বাড়ীয়ার ৬ নম্বর অ্যাংকোরেজে থাকা মার্শাল আইল্যান্ড পতাকাবাহী বিদেশি জাহাজ এমভি প্যারাস থেকে কয়লা বোঝাই করে কার্গো জাহাজটি। পরে যশোরের নওয়াপাড়ার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার পথিমধ্যে পশুর নদীর বানীশান্তা নোঙ্গরে অবস্থানরত কার্গোটি অতিরিক্ত বোঝাইয়ের ফলে তলা ফেটে পানি উঠে একদিকে কাত হয়ে যায়। এরপর পানি উঠতে থাকলে দ্রুত জাহাজটি চালিয়ে বানীশান্তা নোঙ্গর থেকে ছেড়ে চরকানা চরে উঠিয়ে দেওয়া হয়। চরে উঠিয়ে দেওয়ার পরও সেখানে ধীরে ধীরে ডুবে যায় জাহাজটি। এ সময় জাহাজে থাকা ১১ স্টাফ-কর্মচারী দ্রুত সাঁতরিয়ে কূলে উঠে প্রাণে বাঁচেন। এর পরপরই ডুবে যাওয়া এমভি ইশরা মাহমুদ কার্গো জাহাজ থেকে কয়লা অপসারণ করে পাশের একটি বার্জে (নৌযান) সরিয়ে নিচ্ছেন মালিকপক্ষ।

মাস্টার কামরুল বলেন, শুক্রবার রাতে বিদেশি জাহাজ থেকে কয়লাবোঝাই করে কার্গোটি রাতেই বানীশান্তা নোঙ্গরে রাখা হয়। মূলত অতিরিক্ত ড্রাফটের (ধারণক্ষমতার বেশি) বোঝাইয়ের কারণে শনিবার বেলা ১১টার দিকে তলা ফেটে গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে কী পরিমাণ কয়লা বোঝাই ছিল সে সম্পর্কে তিনি কিছু জানাননি। মাস্টার কামরুল আরও বলেন, কয়লা বোঝাইয়ের বিদেশি জাহাজের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদলের বোট নোট পাইনি এখনও। তাই কী পরিমাণ কয়লা বোঝাই হয়েছিল তা সঠিক বলতে পারছি না। তবে এ জাহাজের ধারণক্ষমতা ১ হাজার মেট্রিক টন। ধারণা করা হচ্ছে ৯শ থেকে সাড়ে ৯শ কিংবা তার চেয়ে কম-বেশি লোড হয়ে থাকতে পারে। তবে অতিরিক্ত লোড/ড্রাফট হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উপ-পরিচালক (বোর্ড ও জনসংযোগ বিভাগ) মো. মাকরুজ্জামান বলেন, কয়লা নিয়ে কার্গো জাহাজটি পশুর নদীর চরে ডুবে যাওয়ায় বন্দরের মূল চ্যানেল নিরাপদ ও সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত রয়েছে। এ দুর্ঘটনার পরও পশুর চ্যানেলে দেশি-বিদেশি বাণিজ্যিকসহ সকল ধরনের নৌযান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে বলেও জানান তিনি। কয়লা নিয়ে জাহাজডুবির ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে `সেভ দ্যা সুন্দরবন ফাউন্ডেশন,র চেয়ারম্যান লায়ন ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম বলেন, কয়লা একটি দাহ্যপদার্থ জাতীয় বিষাক্ত পণ্য। এ কয়লা জোয়ার-ভাটায় নদীর পানিতে ছড়িয়ে পড়ে জলজপ্রাণীর মারাত্মক ক্ষতি হবে। তাই দ্রুত এ কয়লা অপসারণ করা সহ কয়লাবাহী জাহাজের চালকদের আরও বেশি সচেতন হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন তিনি। এর আগে একই জায়গায় গত বছরের ১৭ নভেম্বর ৮শ মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে তলা ফেটে ডুবে যায় এমভি প্রিন্স অব ঘাষিয়াখালী-০১। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৪.০২.২০২৪ রিহাব)

BBC

FIFTEEN DEAD AND DOZENS INJURED IN CHINA FLAT FIRE

Fifteen people have been killed and more than 40 injured after a fire ripped through an apartment building in eastern China, local authorities said. Footage shared on social media showed flames and plumes of black smoke engulfing several floors of a skyscraper in Nanjing city. Officials suggested the blaze started on the first floor of the building, where electric bikes were being stored. But the specific cause of the fire remained under investigation. (BBC Web Page: 24/02/24, FARUK)

GAZA DESPERATELY NEEDS MORE AID BUT AGENCIES CAN'T COPE

The images have been searing. Children scrabbling in the dirt, gathering handfuls of spilled flour which they stuff into their pockets. Aid trucks surrounded by angry mobs of mostly young men, who attack the drivers and make off with whatever they can carry. Northern Gaza is almost entirely cut off from the outside world. The population, estimated at around 3,00,000 people, reduced to a feral existence in a world where shops barely exist and aid never arrives. The south, meanwhile, is crammed with the displaced - hundreds of thousands of people constantly on the move, looking for food, shelter and safety.
(BBC Web Page: 24/02/24, FARUK)

UKRAINE SAYS IT HAS DOWNED SECOND RUSSIAN SPY PLANE

Ukraine says it has downed a Russian A-50 military spy plane - the second such claim in just over a month. The plane was hit between the Russian cities of Rostov-on-Don and Krasnodar, Ukrainian military sources said, over 200km from the front line. Emergency services reportedly found plane fragments in Kanevskoy district and put out a raging fire. Russia has not commented on the claim. Saturday marks two years since Russia launched a full-scale invasion. (BBC Web Page: 24/02/24, FARUK)

US JETS INTERCEPT HIGH-ALTITUDE BALLOON OVER UTAH

US military aircraft have intercepted a high-altitude balloon flying over the western part of the country and determined it was non-threatening. The small object is not manoeuvrable and presents no hazzard to flight safety, US officials said, though its origin and purpose were unknown. The aircraft was spotted on Friday over Colorado and Utah , drifting east. Last

year, the US shot down a Chinese balloon after it crossed the country from Alaska to the east coast. Friday's object, detected floating around 44,000ft, prompted US officials to scramble fighter jets to investigate. (BBC Web Page: 24/02/24, FARUK)

NETANYAHU LAYS OUT PLAN FOR GAZA AFTER THE WAR

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has laid out his vision for a post-war Gaza. Under his plan Israel would control security indefinitely, and Palestinians with no links to groups hostile to Israel would run the territory. The US, Israel's major ally, wants the West Bank-based Palestinian Authority (PA) to govern Gaza after the war. But the short document - which Mr Netanyahu presented to ministers last night - makes no mention of the PA. He has previously ruled out a post-war role for the Internationally backed body.
(BBC Web Page: 24/02/24, FARUK)

UK REAFFIRMS UKRAINE SUPPORT ON WAR ANNIVERSARY

Political leaders in the UK have reaffirmed their support for Ukraine on the second anniversary of Russia's full-scale invasion. Prime Minister Rishi Sunak said Britain was prepared to do "whatever it takes" and pledged almost £250m towards producing artillery shells. King Charles praised the strength of Ukrainians, who continue to endure tremendous hardship. It comes a day after the UK announced further sanctions against Russia. Mr Sunak, who visited Kyiv last month to sign a new security agreement and announce £2.5bn of military aid to Ukraine over the coming year, said "we must renew our determination" on this grim anniversary. (BBC Web Page: 24/02/24, FARUK)

LEEDS COUNCIL APPEALS FOR MORE UKRAINIAN REFUGEE HOSTS

Leeds City Council has appealed for more Ukrainian refugee hosts on the second anniversary of Russia's invasion. A council spokesperson said the city had welcomed more than 900 Ukrainians fleeing the conflict under the Homes for Ukraine scheme since the war began. But more help was needed, said councillor Mary Harland. Council leader James Lewis said Leeds had a "long history of offering humanitarian support". Ms Harland, the council's executive member for communities, said the response to the Homes for Ukraine scheme in Leeds had been "truly magnificent". (BBC Web Page: 24/02/24, FARUK)

IRAN UNVEILS PLAN FOR INTERNET RULES TO PROMOTE LOCAL PLATFORMS

A new regulatory directive from Iran's top internet governing body shows how authorities hope to steer Iranians away from foreign platforms and turn them towards local ones. Iran's top internet policymaking body released a directive earlier this week that stipulates new rules with potentially wide-ranging ramifications for the country's already constrained internet landscape, which the agency says were approved by Supreme Leader Ali Hosseini Khamenei. The Supreme Council of Cyberspace (SCC) asserted that using "refinement-breaking tools" is now "forbidden" unless the user has obtained a legal permit.
(BBC Web Page: 24/02/24, FARUK)

US WARNS OF DISASTER AMID OIL SLICK IN RED SEA FROM SHIP HIT BY HOUTHIS

The United States military has warned of an environmental disaster after an attack by Yemen's Houthi rebels on a cargo ship caused an oil slick in the Red Sea. The Iran-aligned group hit the United Kingdom-owned, Belize-flagged bulk carrier Rubymar on February 18 with multiple missiles. It was sailing through the Bab al-Mandeb Strait which connects the Red Sea and the Gulf of Aden, on its way to Bulgaria after leaving Khor Fakkan in the United Arab Emirates. Extensive damage prompted the crew, all of whom are safe, to abandon the ship. (BBC Web Page: 24/02/24, FARUK)

::THE END::